POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنۡ تُدۡخِلِ النَّارَ فَقَدۡ اَخۡزَيۡتَهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ ○ (آل عمران:193)

হে আমাদের প্রভু! তুমি যাহাকে আগুনে প্রবিষ্ট করিয়াছ, তাহাকে তুমি অবশ্যই লাঞ্ছিত করিয়াছ। বস্তুতঃ যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই।

(আলে ইমরান:১৯৩)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ نَحۡمَدُهٗ وَنُصَلِّيۡ عَلٰى رَسُوۡلِهِ الۡكَرِيۡمِ وَعَلٰى عَبۡدِهِ الۡمَسِيۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ
وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 17

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 23 এপ্রিল, 2020 29 শাবান 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

مَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمۡ وَهُمۡ يَسۡتَغۡفِرُوۡنَ (আনফাল: ৩৪)

তোমরা যদি এই ঐশী আযাব থেকে নিরাপদে থাকতে চাও, তবে সমধিক হারে ইসতেগফার পাঠ কর। আমি তোমাদেরকে একথা বোঝাতে চাই যে যারা বিপদ আসার পূর্বে দোয়া করে এবং ইসতেগফার করে এবং সদকা দেয়, আল্লাহ্ তা'লা তাদের উপর করুণা করেন এবং তাদেরকে ঐশী আযাব থেকে রক্ষা করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

ইসতেগফার ঐশী আযাব এবং ঘোর দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার বর্ম হিসেবে কাজ করে।

প্লেগের মহামারি নিজেই এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব। উপরন্তু এর আইনও কঠোর। দ্বিতীয় শাস্তিটি (প্লেগের) ব্যধির চেয়েও ভয়ানক। মহিলা হোক বা শিশু পৃথক রাখা হয় এবং বাড়ি ফাঁকা করে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। এই ব্যধি ও এর আইন-কানুনের কথা চিন্তা করে আমার মন বেদনাতুর হয়ে ওঠে। তাই আমি তাহাজ্জুদে এ বিষয়ে দোয়া করলাম তখন ইলহাম হল اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِهِمۡ এখন একথা মনে হচ্ছে এই যে ইলহামটি হয়েছিল "কোন কেহ সাকতা হ্যায় এ্যায়ে বিজলি আসমান সে মাত গির।' অর্থাৎ হে বজ্র! তুমি আকাশ থেকে ভেঙ্গে পড়ো না'- এর সম্পর্কে।

আমি তোমাদেরকে একথা বোঝাতে চাই যে যারা বিপদ আসার পূর্বে দোয়া করে, ইসতেগফার করে এবং সদকা দেয়, আল্লাহ্ তা'লা তাদের উপর করুণা করেন এবং তাদেরকে ঐশী আযাব থেকে রক্ষা করেন। আমার কথাগুলি কেচ্ছাকাহিনী হিসেবে শুনো না। আমি আল্লাহ্‌র খাতিরে তোমাদেরকে উপদেশ হিসেবে একথাগুলি বলছি যে নিজেদের অবস্থা চিন্তা করে দেখ। এবং তোমরা নিজেরা দোয়া কর এবং তোমাদের বন্ধুদেরকেও দোয়ার প্রতি আহ্বান কর। ইসতেগফার ঐশী আযাব এবং ঘোর দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার বর্ম হিসেবে কাজ করে। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন: مَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمۡ وَهُمۡ يَسۡتَغۡفِرُوۡنَ (আনফাল: ৩৪) অতএব তোমরা যদি এই ঐশী আযাব থেকে নিরাপদ থাকতে চাও, তবে সমধিক হারে ইসতেগফার পাঠ কর।

ব্যাধি আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে পৃথক (quarantine.) করে রাখার অধিকার সরকারের রয়েছে। যদিও যাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হবে, তারা এক প্রকার মৃত্যু শয্যাতেই থাকবে। ধনী, দরিদ্র, পুরুষ মহিলা, যুবক কিম্বা বৃদ্ধ কারো মাঝে কোনও তারতম্য করা হবে না। তাই খোদা না করুক যদি এমন কোনও স্থানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয় যেখানে তোমরা বসবাস কর, তবে আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি তোমরা যেন সর্ব প্রথম সরকারের আইনমান্যকারী হও।

শোনা যাচ্ছে যে অধিকাংশ স্থানে পুলিশের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষ বাধছে। আমার মতে সরকারের আইনের অবাধ্যতা করা বিদ্রোহের নামান্তর যা একটি ভয়ানক অপরাধ। নিঃসন্দেহে সরকারেরও কর্তব্য এমন অফিসার নিযুক্ত করা যারা ভদ্র, সৎপ্রকৃতির এবং দেশ ও সমাজের রীতি-নীতি এবং ধর্মীয় বিধি নিষেধ সম্পর্কে সম্যক অবগত। মোটকথা তোমরা নিজেরা এই আইনগুলি পালন কর এবং নিজেদের বন্ধু ও প্রতিবেশীদেরকে আইনের উপযোগিতা সম্পর্কে অবহিত কর। আমি বার বার বলছি, এটিই দোয়ার সময়। শোনা যাচ্ছে এই মহামারি পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অতএব প্রত্যেকের জন্য সতর্ক ও সচেতন হয়ে দোয়া ও তওবা করা জরুরী। কুরআন শরীফ থেকে জানা যায়, যখন শাস্তি শিয়রে এসে পড়ে, তখন তওবা শাস্তি থেকে পরিত্রাণ করতে পারে না।

ঐশী প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়

কাজেই ঐশী প্রকোপ এসে তওবার দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পূর্বে তওবা কর। পৃথিবীর আইন যখন এমন ভীতির সঞ্চার করে, তবে কেন মানুষ আল্লাহ্‌র আইনকে ভয় পাবে না? বিপদ যখন আসন্ন তখন তা তো ভোগ করতেই হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি যেন তাহাজ্জুদে উঠার চেষ্টা করে এবং পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে রুকু থেকে উঠে বিশেষ দোয়ার বন্দোবস্ত করে। এমন প্রত্যেক প্রকারের বিষয় থেকে বিরত থাকা উচিত যা খোদাকে অসন্তুষ্ট করে। তওবা বলতে বোঝায় এমন সব অপকর্ম এবং খোদাকে অসন্তুষ্ট করে এমন কাজ পরিহার করে

(শেষাংশ ৭ এর পাতায়....)

জরুরী ঘোষণা

যে সমস্ত সদস্য হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)কে পত্র লেখেন তাদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে-

তাদের সমস্ত চিঠি যথারীতি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নিকট উপস্থাপিত হচ্ছে। তথাপি কোরোনা ভাইরাস উদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে চিঠির উত্তরদাতাদের সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে। এই কারণে প্রত্যেক ব্যক্তিকে উত্তর পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। হুযুর আনোয়ার (আই.) আপনাদের পত্র পাঠ করার পর আপনাদের জন্য দোয়া করছেন। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন। এই অতিমারি এবং অন্যান্য বিপদাপদ থেকে সকলকে রক্ষা করুন। সকলকে নিজ নিরাপত্তা ও শান্তির বেষ্টনীতে স্থান দিন এবং সকলের প্রতি তাঁর কৃপা দৃষ্টি থাকুক। (মুনীর আহমদ জাভেদ, প্রাইভেট সেক্রেটারী)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

৩০ শে ডিসেম্বর, ওয়াকফে নও ছেলেদের ক্লাস।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। এরপর আঁ হযরত (সা.)-এর হাদীস উপস্থাপন করা হয়। এরপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী ও নযম উপস্থাপনের পর হুযুর ছেলেদেরকে প্রশ্ন করার অনুমতি দেন।

প্রশ্ন: আল্লাহ্ তা'লা এই পৃথিবী কেন সৃষ্টি করেছেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছে। তোমরা কাগজের নৌকা তৈরী কর? তোমাদের মন চাইলে তৈরী কর। এটিও আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, এই পৃথিবীও সৃষ্টি করেছেন। এরপর এতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, তিনি এই পৃথিবী অনর্থক সৃষ্টি করেন নি। এর একটি উদ্দেশ্যও রয়েছে যাতে যারা পুণ্যবান, তাদেরকে তিনি পুণ্যের প্রতিদান দিতে পারেন, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে পুরস্কার দিতে পারেন। এই কারণে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমার কথার বাধ্য হও এবং পুণ্য কর্ম কর, যার প্রতিদানে আমি তোমাদেরকে পুরস্কার দিব। হুযুর আনোয়ার বলেন: তোমরা বড় হলে পৃথিবী সৃষ্টির আরও উদ্দেশ্যগুলি সম্পর্কে জানতে পারবে।

প্রশ্ন: আমরা হল্যাণ্ডে কিভাবে আহমদীয়াতের প্রসার করতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: তোমাদের দায়িত্ব হল ভাল কাজ করে যাওয়া। তোমরা মানুষকে বল, 'আমরা আহমদী মুসলমান।' পুণ্যকর্ম কর। নামাযের সময় হলে শিক্ষকের কাছে অনুমতি নিয়ে স্কুলে নামায পড়। লোকে জিজ্ঞাসা করবে যে এটা তোমরা কি কর? তখন তোমরা উত্তর দিবে, আমার ইবাদত করি এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি। আল্লাহ্ তা'লার আদেশ হল ইবাদত কর, পুণ্যকর্ম কর। এভাবে মানুষ তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। ভাল কথা বলবে, দুষ্টুমি করবে না, কোনও অনুচিত কাজ করবে না। এতে তোমাদের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হবে। তারা দেখবে যে তোমরা কিভাবে ভাল কাজ কর।

হুযুর আনোয়ার বলেন: পড়াশোনায় ও খেলাধূলায় ভাল হলেও মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। এরপর যখন আহমদীয়াতের পরিচয়ও হবে, তার পর আল্লাহ্র ইচ্ছে। হৃদয় উন্মুক্ত করার কাজ আল্লাহ্র। এক সময় মানুষ নিজেরাই তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে, তারা জানতে পারবে যে আমাদেরকে একটি ছেলে বলেছিল আহমদীয়াত কি জিনিস। যারা পুণ্যবান ও সৎপ্রকৃতির মানুষ, তাদের নিজে থেকেই ধর্মের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হবে। জোর করে কাউকে আহমদী বানানো যায় না। আল্লাহ্ তা'লা আদেশ করেছেন, জোর করে কোনও কাজ করবে না। তবে ভাল কাজ করলে মানুষ নিজে থেকে তোমাদেরকে দেখে তোমাদের প্রতি মনোযোগী হবে। এরপর তারা গবেষণা করবে এবং কোনও একদিন নিশ্চয় আহমদীও হয়ে যাবে।

একজন খাদিম প্রশ্ন করেন যে, হুযুর যখন অবসর সময় পান, তখন তিনি কি করেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: সবার আগে চেষ্টা করি যাতে কিছুটা অবসর সময় পাই। (অর্থাৎ অবসর সময় পান না)

প্রশ্ন: পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন বস্তুটি সৃষ্টি হয়েছিল?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি তো আল্লাহ্ তা'লা জানেন যে তিনি কোন জিনিসটি সর্ব প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন। যাইহোক পৃথিবী সৃষ্টির সময় এটি ভীষণ উত্তপ্ত একটি বস্তু ছিল। আগুন ছিল,কয়লা ছিল। এরপর ধীরে ধীরে এর উপর বৃষ্টি হল, ঠান্ডা হল। পৃথিবী বলতে এই ভূ-পৃষ্ঠ যা প্রথম আগুন রূপে ছিল। পরে তা ঠান্ডা হয়। এরপর এতে জীবজগত সৃষ্টি হয়। এর পূর্বে আল্লাহ্ তা'লা কতগুলি পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন তা তিনিই ভাল জানেন। আমাদের এই পৃথিবীও কয়েকশো কোটি বছর পুরোনো। লক্ষ লক্ষ বছর পুরোনো। এত পুরোনো ইতিহাস কেউ জানে না যে প্রথমে কি জিনিস ছিল। পৃথিবীর এই যে বর্তমান রূপ রয়েছে, এরপূর্বে এটি আগুনের পিণ্ড ছিল। ধীরে ধীরে সেটি ঠান্ডা হয়েছে এবং এতে সৃষ্টিজগত আসতে থাকে। প্রথমে ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি হয় এরপর অন্যান্য প্রাণী ও জীবজন্তু সৃষ্টি হয়। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা বিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবীতে জীবজগত সৃষ্টি করেছেন।

প্রশ্ন: যে সমস্ত ছেলেরা বড় হয়ে মুরুব্বী হবে, কিন্তু এখন তাদের মধ্যে মুরুব্বী হওয়ার উৎসাহ নেই, তারা কি করতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আগ্রহ নেই তবুও মুরুব্বী হতে হবে, এমন কথা কে বলেছে? কেউ তো জোর করছে না। যদি তোমাদের পিতামাতার ইচ্ছে থাকে তোমরা মুরুব্বী হও, আর তোমাদের ইচ্ছে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছে থাকে , তবে তাই হও। কিম্বা যদি অন্য কোনও কাজ করতে চাও সেক্ষেত্রে অনুমতি নিতে পার। ওয়াকফে নওদের সংখ্যা অনেক, সবার জন্য জামিয়াতে যাওয়া সম্ভবও না, আর যায়ও না। মা-বাবার ইচ্ছে থাকে ছেলে মুরুব্বি হোক। কিন্তু তোমাদের পছন্দকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যদি তোমাদের ইচ্ছে হয় কিম্বা তোমাদের অন্য কোনও বিকল্প থাকে বা কি হতে চাও সে সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই, তবে প্রথম পছন্দ মুরুব্বি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এরপর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক বা অন্যান্য ক্ষেত্রে যেতে পার।

হুযুরের জিজ্ঞাসার উত্তরে একটি ছেলে উত্তর দেয় যে সে মুরুব্বি হতে চায়। তুমি তো মুরুব্বি হতে চাও, তোমার আবার কিসের চিন্তা? আর বাকি অন্যেরা যা কিছু হতে চাও, হও। আমাকে লিখিতভাবে জানিয়ে দিও।

প্রশ্ন: কোন্ দোয়ার কল্যাণে আপনি আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়ভাজন হয়েছেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন; আল্লাহ্ তা'লার কাছে এমনিই দোয়া করতে থাকা উচিত যাতে তিনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হন। যদি তুমি মনে কর যে খলীফা হওয়ার জন্য আমি কোনও দোয়া করেছিলাম, (তবে জেনে নাও যে) এমন দোয়া কেউই করে না। তবে এই দোয়া করা উচিত যে আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরকে পুণ্যকর্মের তৌফিক দান করেন, আমরা উন্নত আহমদী হয়ে উঠি, খলীফার অনুগত হই এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদানকারী হই। এই দোয়া করো।

প্রশ্ন: সফরকালীন নামাযের সময় হলে আমরা ট্রেন বা গাড়িতেই নামায পড়ে নিই, কিন্তু আমরা জানি না যে খানা কাবা কোন দিকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সফর করার সময় এর অনুমতি রয়েছে। আঁ হযরত (সা.) এর অনুমতি প্রদান করেছেন। যদি তোমরা কিবলার দিকনির্ণয় করতে না পার, তবে নিরুপায় অবস্থায় নামায পড়া বেশি জরুরী। ইবাদত তো আল্লাহ্রই করছ। যেখানে বাধ্যবাধকতা থাকে সেখানে পড়তে পার। কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু নামায যথাসময়ে পড়া উচিত, ত্যাগ করা উচিত নয়।

সেই ছেলেটিই নিবেদন করে যে , 'আমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। এর জন্য দোয়ার আবেদন করছি। হুযুর বলেন: আল্লাহ্ কৃপা করুন। চোখের মেডিক্যাল রিপোর্ট করে আমাকে পাঠাও। এরপর হোমিওপ্যাথি ওষুধ সেবন করো।

এক খাদিম নিবেদন করেন, 'আমার এক খৃষ্টান বন্ধুর সঙ্গে বিতর্ক হচ্ছিল। সে বলছিল কেবল যদি ঈসা (আ.)-এর উপরই ঈমান আন তবে জান্নাত লাভ হবে। আমি তাকে সঠিক উত্তর দিতে পারি নি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তাকে বলবে, তুমি একদম ঠিক কথা বলছ। তোমরা বল কেবল ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান আন। আমরা বলি সমস্ত নবীর উপর ঈমান আন, তবেই জান্নাত লাভ হবে। আমরা তো হযরত ঈসা (আ.)কেও নবী মনে করি এবং তাঁর উপর ঈমান আনি, তাঁকে আল্লাহ্র সত্য নবী বলে বিশ্বাস করি। আঁ হযরত (সা.)-এর আগমণ সম্পর্কে তাঁরই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যা বাইবেলে রয়েছে। সেই অনুসারে আমরা আঁ হযরত (সা.)-কেও মান্য করি। অধিকন্তু আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যতে আগমণকারী যে মসীহ্র ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, আমরা তাঁকেও মান্য করি। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেছেন, সমস্ত নবীর উপর ঈমান আনা আবশ্যক। আমরা তো ঈমান আনি।

তাকে বলে দিও জান্নাত যদি তোমরা দাও, তবে দিও না। যদি আল্লাহ্ তা'লা দেন তবে আমরা তাঁর কথা শুনে ঈমান আনি। আর যদি জান্নাত তোমাদের হাতে থাকে, তবে এমন জান্নাত থেকে আমরা দূরেই থাকি। এবিষয়ে বিতর্ক করার প্রয়োজনই নেই। কিন্তু কিছু মানুষ একগুঁয়ে হয়ে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: একথা কোথায় লেখা আছে যে যদি আঁ হযরত (সা.)-এর উপর ঈমান আন তবে তোমরা জান্নাত লাভ করবে? আঁ হযরত (সা.) নিজের কন্যাকে পর্যন্ত বলেছেন, যদি তুমি পুণ্য কর্ম না কর, তবে এমনটি মনে করো না যে তুমি রসুলের কন্যা হওয়ার কারণে জান্নাতে যাবে।

আমল দ্বারা জীবন গড়ে ওঠে, জান্নাতও, জাহান্নামও।

এই জন্য নিজের কর্ম যদি সৎ হয় তবে আল্লাহ্ তা'লা তার উত্তম পুরস্কার দিয়ে থাকেন। এছাড়াও আল্লাহ্ তা'লার করুণা ব্যাপক ও বিস্তৃত। আল্লাহ্

এরপর শেষ পৃষ্ঠায়....

জুমআর খুতবা

"পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এল, পৃথিবী তাকে গ্রহণ করল না। কিন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন এবং অত্যন্ত শক্তিশালী আক্রমণ দ্বারা তার সত্যতা প্রকাশ করে দিবেন।"

সেই খোদা যিনি আকাশ ও পৃথিবীর খোদা , তিনি আমার কাছে প্রকাশ করেছেন যে তুমি হিন্দুদের জন্য কৃষ্ণ এবং মুসলমান ও খৃষ্টানদের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ।

যদি আমার প্রতি বৈরিতা থাকে তবে এক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করো না এবং সেই কাজ করো না যা ইসলাম ধর্মের ক্ষতি সাধন করে।

যে কাজের জন্য খোদা তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন তা হলো, খোদা ও বান্দার সম্পর্কের মাঝে যে পঙ্কিলতা সৃষ্টি হয়ে গেছে তা দূর করে যেন ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ককে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করি। সত্য প্রকাশের মাধ্যমে ধর্মীয় যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে যেন শান্তি ও মিমাংসার ভিত্তি স্থাপন করি। ধর্মের সেসব নিগুঢ় সত্য, যা বিশ্ববাসীর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে, সেগুলোকে যেন প্রকাশ করি।সেই আধ্যাত্মিকতা, যা মানুষের কুপ্রবৃত্তির নীচে চাপা পড়ে গেছে, তার বাস্তব দৃষ্টান্ত যেন প্রদর্শন করি। আর খোদার ক্ষমতা ও শক্তি যা মানুষের মাঝে প্রবেশ করে মনোযোগ বা দোয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, শুধু মৌখিক দাবির মাধ্যমে নয় বরং ব্যবহারিক অবস্থার মাধ্যমে যেন তার বাস্তবতা উপস্থাপন করি। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো সেই খাঁটি ও দীপ্তিময় তৌহিদ, যা সকল প্রকার অংশিবাদিতার মিশ্রণ থেকে পুরোপুরি মুক্ত ও পবিত্র, যা আজ পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে, জাতির মাঝে পুনরায় এর চিরস্থায়ী চারা যেন রোপন করি।

আমি দেখছি যখন থেকে খোদা আমাকে পৃথিবীতে প্রত্যাদিষ্ট করে পাঠিয়েছেন, সেই সময় থেকে পৃথিবীতে এক মহা বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে।

মানুষ যখন খোদার পথ ভুলে যায় এবং একত্বাদ ও সত্যের পথ পরিহার করে, তখন খোদা তা'লা নিজের পক্ষ থেকে কোনও এক বান্দাকে পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি দান করে নিজের বাণী ও ইলহামের দ্বারা সম্মানিত করেন এবং মানবজাতির জন্য পথ-প্রদর্শক হিসেবে প্রেরণ করেন।

এই ভাইরাস জগতবাসীকে ভাবতে বাধ্য করেছে যে তারা যেন খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মডার্ন,(ইউকে) থেকে প্রদত্ত ২০ ই মার্চ , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (২০ আমান, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: তিন দিন পর ২৩শে মার্চ। এটি সেই দিন, যেদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বয়আতের সূচনা করেছিলেন আর এভাবে রীতিমতো তাঁর মসীহ্ মওউদ হওয়ার দাবির পাশাপাশি আহমদীয়া জামা'তেরও ভিত্তি রচিত হয়। এই দিনটি আমাদের জামা'তে মসীহ্ মওউদ দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। এই দিবসকে সামনে রেখে জলাসাও হয়ে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবি এবং তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়ে থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও এখনও তিন দিন বাকি আছে, কিন্তু পরবর্তী জুমুআ যেহেতু উক্ত দিনের (অর্থাৎ ২৩ মার্চের) পরে আসবে তাই আজ আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের ভাষায় তাঁর কিছু উদ্বৃতি উপস্থাপন করব।

আজকাল যে মহামারি বিস্তৃত রয়েছে তার কারণে এ বছর হয়ত অধিকাংশ দেশ এবং স্থানে জলসা করা সম্ভব হবে না। তাই আমার খুতবা ছাড়াও এমটিএ-তে এ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। সকল আহমদীর নিজেদের ঘরে সন্তানদেরকে নিয়ে সেগুলো শোনার চেষ্টা করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে তাঁরই কাজ এবং তাঁর ধর্মকে পৃথিবীতে প্রচার-প্রসারের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। যেমন তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন,

আমি মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করি কেননা তাঁর জন্যই খোদা তা'লা এই জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এসব কল্যাণরাজি ও সাহায্য, যা লাভ হচ্ছে তা তাঁরই আশিসের ফসল। তিনি বলেন, আমি পরিষ্কারভাবে বলছি আর এটিই আমার বিশ্বাস এবং ধর্ম যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্য এবং পদাঙ্ক অনুসরণ করা ছাড়া কোন মানুষ কোন প্রকার আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও আশিস লাভ করতে পারে না।

(লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২৬৭)

তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে যে আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি লাভ করেছেন সে কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সারা পৃথিবীর সংশোধনের জন্য প্রেরণ করেছেন। ইসলামের মহিমা এবং সম্মান পৃথিবীতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পাঠিয়েছেন। যেমন এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, 'ওয়া আরসালানি রাব্বি লেইসলাহিল খালকে।' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সৃষ্টির সংশোধনকল্পে প্রেরণ করেছেন।

(এজাযে আহমদী, পরিশিষ্ঠ নুযুলুল মসীহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ১৭৮)

এরপর নিজের আগমন বা প্রেরিত হওয়া সম্পর্কে আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

এ কথা আমি বার বার বর্ণনা করব আর এর বহিঃপ্রকাশ থেকে আমি বিরত থাকতে পারি না যে, আমি সেই ব্যক্তি যাকে যথাসময়ে সৃষ্টির সংশোধনের উদ্দেশ্যে ধর্মকে নতুনভাবে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আমি সেভাবে প্রেরিত হয়েছি যেভাবে কলিমুল্লাহ্‌র (অর্থাৎ হযরত মূসার) পর খোদা তা'লার সেই সুপুরুষ প্রেরিত হয়েছিলেন যার আত্মা হেরোডাসের রাজত্বকালে বহু কষ্টের ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার পর আকাশের দিকে উত্থিত হয়েছে।

(ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৩, পৃ: ৭-৮)

এরপর এই কথার ঘোষণা দিতে গিয়ে যে, মহানবী (সা.) যে মসীহ্ মওউদ এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তিনি যথাসময়ে আবির্ভূত হয়েছেন– তিনি বলেন,

সুতরাং হে ভাইয়েরা! খোদার দোহাই, অনর্থক পীড়াপীড়ি ও বাড়াবাড়ি করো না। এমনসব কথা উপস্থাপন করা আমার জন্য আবশ্যক ছিল যা বুঝতে তোমরা ভুল করেছ। তোমরা যদি পূর্বেই সঠিক পথে থাকতে তাহলে আমার আসার কী-ইবা প্রয়োজন ছিল? আমি পূর্বেই বলেছি যে, আমি এই উম্মতের সংশোধনের জন্য ইবনে মরিয়ম হিসেবে এসেছি আর সেভাবে এসেছি যেভাবে হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়ম ইহুদিদের সংশোধনের জন্য এসেছিলেন। এ কারণেই আমি তার মসীল বা প্রতিচ্ছবি। কেননা আমার ওপর সেই কাজ বা সেই ধরনেরই কাজ অর্পিত হয়েছে যেমনটি তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছিল। ঈসা (আ.) আবির্ভূত হয়ে ইহুদিদেরকে অনেক ভুলভ্রান্তি এবং ভিত্তিহীন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। সেগুলোর একটি ছিল- ইহুদিরা এলিয়া নবীর পুনরায় পৃথিবীতে আগমনের বিষয়ে সেভাবে আশা করে বসেছিল যেভাবে আজকাল মুসলমানরা আল্লাহ্‌র রসূল মসীহ্ ইবনে মরিয়মের পুনরায় আগমনের আশা করে বসে আছে। তাই এলিয়া নবী এখন আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে পারে না, যাকারিয়ার পুত্র ইয়াহিয়াই এলিয়া, যার গ্রহণ করার গ্রহণ করুক–এই কথা বলে ঈসা (আ.) সেই পুরোনো ভ্রান্তি দূরীভূত করেন আর ইহুদিদের মুখে নাস্তিক ও কিতাববিমুখ আখ্যায়িত হন; কিন্তু যা সত্য ছিল তা তিনি প্রকাশ করেছেন। অতএব তার মসীল বা প্রতিচ্ছবিরও একই অবস্থা হয়েছে আর হযরত ঈসা (আ.)-এর মতো তাকেও নাস্তিক উপাধি দেওয়া হয়েছে। এটি কি উন্নত মানের সাদৃশ্য নয়।

(ইযালায়ে আওহাম, দ্বিতীয় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৩, পৃ: ৩৯৪)

শুধু মুসলমানদের জন্যই নয় বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সকল জাতি এবং ধর্মকে তাঁর প্রেরিত হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করেছেন। যেমন, এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, এই যুগে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমার আগমন শুধু মুসলমানদের সংশোধনের উদ্দেশ্যেই নয় বরং মুসলমান, হিন্দু এবং খ্রিষ্টান– এই তিন জাতির সংশোধনই হলো উদ্দেশ্য। যেভাবে খোদা তা'লা আমাকে মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের জন্য মসীহ্ মওউদ হিসেবে প্রেরণ করেছেন একইভাবে আমি হিন্দুদের জন্য অবতার হয়ে এসেছি। আমি আজ ২০ বছর বা ততোধিক কাল থেকে এ কথা প্রচার করে আসছি যে, সেসব পাপ দূরীভূত করার জন্য, যাতে পৃথিবী ভরে গেছে, আমি যেমনটি কি-না মসীহ্ ইবনে মরিয়মের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছি, সেভাবেই রাজা কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য সহকারেও এসেছি, যিনি হিন্দু ধর্মের সকল অবতারের মাঝে একজন বড় অবতার ছিলেন। অথবা এটি বলা উচিত যে, আধ্যাত্মিক বাস্তবতার নিরিখে আমিই তিনি। এটি আমার কোন ধারণা বা অনুমান-প্রসূত কথা নয়, বরং সেই খোদা, যিনি আকাশ এবং পৃথিবীর খোদা, তিনি আমার সামনে এটি প্রকাশ করেছেন। আর কেবল একবার নয় বরং বহুবার তিনি আমাকে বলেছেন যে, তুমি হিন্দুদের জন্য কৃষ্ণ আর মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের জন্য মসীহ্ মওউদ। আমি জানি যে, অজ্ঞ মুসলমানরা এটি শুনে তাৎক্ষণিকভাবে বলবে যে, একজন কাফেরের নাম অবলম্বন করে স্পষ্টভাবে নিজের কাফের হওয়া বরণ করে নিয়েছে। কিন্তু এটি খোদার ওহী যা প্রকাশ করা ছাড়া আমি থাকতে পারি না। আজ প্রথমবার এত বড় জনসমাবেশে আমি এ কথা উপস্থাপন করছি, কেননা যারা খোদার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তারা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করে না।

(লেকচার সিয়ালকোট, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২২৮)

লেকচার শিয়ালকোটে তিনি এ কথা বলেন, আর মুসলমান এবং হিন্দুদের অনেক বড় এক জনসমাবেশে তিনি এই বক্তৃতা করেছিলেন।

এরপর তাঁর প্রেরিত হওয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন যে,

মানুষ আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের যত বিরোধিতা করে তার পুরোটাই পাপের কারণ হয়। এক তুচ্ছ সিপাহী সরকারের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ নিয়ে আসলে তার কথা অমান্যকারী অপরাধী আখ্যায়িত হয় এবং শাস্তি পায়। তুচ্ছ জাগতিক সরকারের অবস্থা যদি এটি হয়ে থাকে তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারকের পক্ষ থেকে আগমনকারীর অসম্মান এবং অবমূল্যায়ন করা তাঁর নির্দেশকে কত ঘৃণ্যভাবে অমান্য করার নামান্তর। আল্লাহ্ তা'লা আত্মাভিমানী, তিনি মানুষকে হেদায়েতের দিকে আহ্বান করার জন্য প্রজ্ঞার দাবি অনুসারে একান্ত প্রয়োজনের সময়ে বিকৃত শতাব্দীর শিরোভাগে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন। তাঁর সকল প্রজ্ঞাভিত্তিক সিদ্ধান্তকে পদতলে পিষ্ট করা অনেক বড় একটি পাপ।

এরপর তিনি বলেন, মানবীয় বোধবুদ্ধি ঐশী প্রজ্ঞার সমান হতে পারে না। মানুষের কী-ইবা যোগ্যতা আছে যে, ঐশী প্রজ্ঞার চেয়ে বেশি বুঝার দাবি করবে? ঐশী প্রজ্ঞা বর্তমান যুগে প্রকাশ্য ও স্পষ্ট। তিনি বলেন, পূর্বে একজন মুসলমানও যদি ধর্মত্যাগী হতো তাহলে হৈচৈ আরম্ভ হয়ে যেত (তিনি তৎকালীন যুগের কথা বলছেন), অথচ এখন ইসলামকে এমনভাবে পদদলিত করা হয়েছে যে, এক লক্ষ ধর্মত্যাগী বিদ্যমান রয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, ইসলামের মতো পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ধর্মের উপর এমনভাবে আক্রমণ করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে গালি-গালাজে পরিপূর্ণ হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ পুস্তক ছাপানো হয়। কোন কোন পুস্তিকা তো কয়েক কোটি সংখ্যায়ও মুদ্রিত হয়। ইসলামের বিরুদ্ধে যা কিছু মুদ্রিত হয় সেগুলোর সব যদি একত্রিত করা হয় তাহলে এক বড় পাহাড় হয়ে যাবে। অপরদিকে মুসলমানদের অবস্থা এমন যে, তাদের মাঝে যেন প্রাণই নেই আর তারা সবাই যেন মৃত লাশ। এমন সময়ে যদি খোদা তা'লাও নীরব থাকেন তাহলে কী অবস্থা হবে? খোদার একটি আক্রমণ মানুষের হাজার আক্রমণের চেয়ে বড় এবং তা এমন যে, এর মাধ্যমে ধর্মের নাম সমুন্নত হবে। খ্রিষ্টানরা ঊনিষশত বছর ধরে হৈচৈ করে আসছে যে, যীশু হলেন ঈশ্বর আর তাদের ধর্মের বিস্তার এখনও অব্যাহত আছে। অপরদিকে মুসলমানরা তাদেরকে আরো সহযোগিতা প্রদান করছে। খ্রিষ্টানদের হাতে সবচেয়ে বড় অস্ত্রই হলো, মসীহ্ জীবিত আছেন আর তোমাদের নবী (সা.) মারা গেছেন। এরপর তিনি (আ.) বলেন, লর্ড বিশপ লাহোরে এক বড় সমাবেশে এ কথাই উপস্থাপন করে আর কোন মুসলমান এর উত্তর দিতে পারে নি, কিন্তু আমাদের জামা'তের পক্ষ থেকে মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি উঠে দাঁড়ান এবং পবিত্র কুরআন, হাদীস, ইতিহাস, ইঞ্জিল ইত্যাদি থেকে প্রমাণ করেন যে, হযরত ঈসা মৃত্যুবরণ করেছেন আর আমাদের নবী (সা.) জীবিত আছেন, কেননা মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে কল্যাণ লাভ করে অসাধারণ ও অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শনকারীগণ সকল যুগেই বিদ্যমান ছিল। তখন সে এর কোন উত্তর দিতে পারে নি। তিনি (আ.) বলেন, একবার লুধিয়ানায় আমি খ্রিষ্টানদের উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেছিলাম যে, তোমাদের ও আমাদের মাঝে খুব একটা মতভেদ নেই। খুবই সামান্য বিষয়, অর্থাৎ তোমরা স্বীকার করে নাও যে, ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তিনি আকাশে যান নি। এটি মেনে নিতে তোমাদের সমস্যা কোথায়? এতে তারা খুবই অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, আমরা যদি স্বীকার করে নিই যে, ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন এবং আকাশে যান নি তাহলে আজ পৃথিবীতে একজনও খ্রিষ্টান থাকতো না।

তিনি বলেন, দেখ! খোদা তা'লা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান। তিনি এমন পন্থা অবলম্বন করেছেন যার মাধ্যমে শত্রু ধ্বংস হয়ে যাবে। সাধারণ মুসলমানরা কেন এর বিরোধিতা করে! ঈসা (আ.) কি মহানবী (সা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন? আমার সাথে যদি বিতণ্ডা থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করো না আর এমন কাজ করো না যা ইসলাম ধর্মের ক্ষতি সাধন করে। খোদা তা'লা কোন দুর্বল পন্থা অবলম্বন করেন না। আর এই পন্থা ছাড়া তোমরা ক্রুশ ভঙ্গ করতে পারবে না।

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৭৪-১৭৫)

এরপর অপর একস্থানে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

যে কাজের জন্য খোদা তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন তা হলো, খোদা ও বান্দার সম্পর্কের মাঝে যে পঙ্কিলতা সৃষ্টি হয়ে গেছে তা দূর করে যেন ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ককে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করি। সত্য প্রকাশের মাধ্যমে ধর্মীয় যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে যেন শান্তি ও মীমাংসার ভিত্তি স্থাপন করি। ধর্মের সেসব নিগুঢ় সত্য, যা বিশ্ববাসীর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে, সেগুলোকে যেন প্রকাশ করি। সেই আধ্যাত্মিকতা, যা মানুষের কুপ্রবৃত্তির নীচে চাপা পড়ে গেছে, তার বাস্তব দৃষ্টান্ত যেন প্রদর্শন করি। আর খোদার ক্ষমতা ও শক্তি যা মানুষের মাঝে প্রবেশ করে মনোযোগ বা দোয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, শুধু মৌখিক দাবির মাধ্যমে নয় বরং ব্যবহারিক অবস্থার মাধ্যমে যেন তার বাস্তবতা উপস্থাপন করি। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো সেই খাঁটি ও দীপ্তিময় তৌহিদ, যা সকল প্রকার অংশিবাদিতার মিশ্রণ থেকে পুরোপুরি মুক্ত ও পবিত্র, যা আজ পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে, জাতির মাঝে পুনরায় এর চিরস্থায়ী চারা যেন রোপন করি। আর এসব কিছু আমার নিজের শক্তিবলে হবে না বরং সেই খোদার শক্তি ও ক্ষমতাবলে হবে যিনি আকাশ ও পৃথিবীর খোদা। আমি দেখছি– একদিকে খোদা স্বহস্তে আমাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং স্বীয় ওহীর মাধ্যমে আমাকে সম্মানিত করে আমার হৃদয়ে এই উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন যে, আমি যেন এধরনের সংশোধনের জন্য দণ্ডায়মান হই। আর অপর দিকে তিনি এমন হৃদয়ও প্রস্তুত রেখেছেন যারা আমার কথা মানার জন্য প্রস্তুত। আমি দেখছি, যখন থেকে খোদা তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে প্রেরণ করেছেন তখন থেকেই পৃথিবীতে এক মহাবিপ্লব সাধিত হচ্ছে।

(লেকচার লাহোর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ১৮০-১৮১)

এটি তাঁর (আ.) লেকচার লাহোরের উদ্ধৃতি। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ার বহিঃপ্রকাশার্থে আর বান্দাদের সুরক্ষার জন্য তাঁর প্রত্যাদিষ্ট, সংশোধনকারী বা বিশেষ বান্দাদের প্রেরণ করে থাকেন– এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

বিশ্বজগতের প্রতিপালক খোদার চিরাচরিত রীতি হলো, যখনই পৃথিবীতে কোন প্রকার কষ্ট ও দুর্দশা চরম রূপ ধারণ করে তখন ঐশী অনুগ্রহ তা দূর করার প্রতি মনোযোগী হয়। অনাবৃষ্টির ফলে চরম দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে সৃষ্টিকুল যখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে থাকে তখন অবশেষে পরম করুণাময় খোদা যেভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আর মহামারির ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন প্রাণ হারাতে থাকে তখন যেভাবে বায়ু পরিশুদ্ধ হওয়ার কোন পন্থা বেরিয়ে আসে অথবা নিদেনপক্ষে কোন ঔষধই আবিষ্কার হয়ে যায়। অথবা কোন অত্যাচারীর কালো থাবায় কোন জাতি যখন বন্দি থাকে তখন যেভাবে কোন ন্যায়পরায়ণ ও সাহায্যকারীর জন্ম হয় একইভাবে মানুষ যখন খোদার পথ ভুলে যায় এবং তৌহিদ ও সত্যের অনুগমন পরিত্যাগ করে তখন মহামহিম খোদা তাঁর পক্ষ থেকে কোন বান্দাকে পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান দান করে এবং স্বীয় বাণী ও ইলহামে সম্মানিত করে মানবকুলের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেন, যেন যে অবক্ষয় সাধিত হয়েছে তিনি তার সংশোধন করেন। এতে নিহিত প্রকৃত রহস্য হলো, পালনকর্তা খোদা, যিনি মহাবিশ্বের স্থিতি ও স্থায়িত্বদাতা এবং মহাবিশ্বের অস্তিত্বের যিনি একমাত্র অবলম্বন; তিনি সৃষ্টির জন্য কল্যাণ সাধনের কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে দ্বিধা করেন না আর একে বেকার এবং অকেজো অবস্থায়ও ছেড়ে দেন না বরং তাঁর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য যথাস্থানে ও যথা উপলক্ষ্যে তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশিত হয়।

(বারাহীনে আহমদীয়া, ২য় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৩-১১৪)

পুনরায় একস্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

সেই ব্যক্তি অতি কল্যাণমণ্ডিত ও সৌভাগ্যবান যার হৃদয় পবিত্র। সে চায় যে, আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্য ও প্রতাপ প্রকাশিত হোক, কেননা আল্লাহ্ তা'লা তাকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দান করেন। যারা আমার বিরোধিতা করে তাদের ও আমাদের মাঝে সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ তা'লারই হাতে। তিনি আমার ও তাদের হৃদয়ের অবস্থা খুব ভালোভাবে জানেন আর দেখেন যে, কার হৃদয় লোক দেখানো ও প্রদর্শনের মোহে আচ্ছন্ন আর কে শুধু খোদা তা'লার জন্য নিজের হৃদয়ে এক অন্তর্দাহ লালন করে। তিনি (আ.) বলেন, তোমরা খুব ভালোভাবে স্মরণ রেখো! হৃদয় পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত আধ্যাত্মিকতা কখনোই উন্নতি করে না। হৃদয়ে যখন পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয় তখন তাতে উন্নতির জন্য বিশেষ শক্তি ও যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যায় আর এরপর এর জন্য সকল প্রকার উপকরণ সামনে এসে যায় এবং সে উন্নতি করে। মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাকাও! তিনি সম্পূর্ণ একা ছিলেন আর এই নিসঙ্গ ও অসহায় অবস্থায় দাবি করেন যে, يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (সূরা আরাফ, আয়াত: ১৫৯) তখন কে ভাবতে পারত যে, এমন নির্বান্ধব ও নিসঙ্গ একজন মানুষের এই দাবি ফলপ্রদ হবে। আর একইসাথে তিনি এত বেশি বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছেন যার হাজার ভাগের এক ভাগেরও আমরা সম্মুখীন হইনি। অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সামগ্রিকভাবে জগদ্বাসীকে সম্বোধন করে বলেন,

আমাদের সর্বশেষ উপদেশ হলো, তোমরা নিজেদের ঈমানী অবস্থা খতিয়ে দেখ। এমনটি যেন না হয় যে, তোমরা অহংকার ও উদাসীনতা দেখিয়ে মহা পরাক্রমশালী খোদার দৃষ্টিতে বিদ্রোহী বলে পরিগণিত হবে। দেখ! খোদা তোমাদের প্রতি এমন সময় কৃপাদৃষ্টি দিয়েছেন যা প্রকৃতই দৃষ্টি দেওয়ার সময় ছিল। অতএব চেষ্টা কর যেন সকল সৌভাগ্যের উত্তরধিকারী হতে পার। খোদা তা'লা ঊর্ধ্বলোক থেকে দেখেছেন যে, যাকে সম্মান দেওয়া হয়েছে তাকে পদপিষ্ট করা হয়। আর সেই মহান রসূল (সা.) যিনি সর্বোত্তম মানব ছিলেন, তাঁকে গালি দেওয়া হয়। তাঁকে অপরাধী ও মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যা উদ্ভাবনকারীদের মাঝে গণ্য করা হয়। আর তাঁর কিতাব অর্থাৎ পবিত্র কুরআন সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করে সেটিকে মানুষের বানানো কথা মনে করা হয়। অতএব তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করেছেন। সেই প্রতিশ্রুতি যা 'ইন্না নাহনু নায্যালনায যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিযুন।' (সূরা হিজর: ১০) আয়াতে রয়েছে। অতএব আজ সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবার দিন। তিনি অনেক বড় জোরালে আক্রমণ এবং বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন দ্বারা তোমাদের সামনে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, এই যে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এটি তাঁরই জামা'ত। তোমাদের চোখ কি পূর্বে কখনো খোদা তা'লার এমন অকাট্য এবং সুনিশ্চিত নিদর্শন দেখেছে যা তোমরা এখন দেখেছ? খোদা তা'লা তোমাদের জন্য মল্লযোদ্ধার ন্যায় বি-জাতির সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছেন। দেখ! আথমের বিষয়টিও এক প্রকার মল্লযুদ্ধ ছিল। খুঁজে দেখ, আজ অথম কোথায়? শোন! আজ সে ধুলিসাৎ হয়ে গেছে। ইলহামের শর্ত অনুযায়ী, তাকে গুটিকতক দিন অবকাশ দেওয়া হয়েছিল, এরপর সে সেই শর্ত অনুযায়ী ধরা পড়েছে যা ইলহামে ছিল। দ্বিতীয় মল্লযুদ্ধ ছিল লেখরামের বিষয়টি। অতএব চিন্তা করে দেখ, এই মল্লযুদ্ধেও খোদা তা'লা কীভাবে বিজয়ী হয়েছেন! আর তোমরা নিজেদের চোখে দেখেছ যে, ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী সমূহে পূর্বেই যেভাবে তার মৃত্যুর লক্ষণাবলী নির্ধারণ করা হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই সেসব লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। খোদা তা'লার ক্রোধের নিদর্শন এক জাতিকে শোক-সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে। তোমরা ইতিপূর্বে কখনো তোমাদের মাঝে এবং তোমাদের সম্মুখে এত প্রতাপের সাথে খোদা তা'লার নিদর্শন প্রকাশিত হতে দেখেছ কি? অতএব হে মুসলমানের বংশধরগণ! খোদা তা'লার কাজের অসম্মান করো না। তৃতীয় মল্লযুদ্ধ ধর্ম মহোৎসব সংক্রান্ত। দেখ সেই মল্লযুদ্ধেও খোদা তা'লা ইসলামের নাম ও সম্মান সমুন্নত রেখেছেন এবং তোমাদেরকে স্বীয় নিদর্শন দেখিয়েছেন। আর সময়ের পূর্বেই নিজ বান্দার কাছে প্রকাশ করেছেন যে, তাঁরই প্রবন্ধ বিজয়ী হবে; আর অবশেষে তা করেও দেখিয়েছেন। আর সেই প্রবন্ধের কল্যাণময় প্রভাব দ্বারা সমস্ত উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাকে হতবাক করে দিয়েছেন। এটি কি খোদার কাজ ছিল নাকি অন্য কারো? [এখানে সেই জলসার উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে তাঁর (আ.) পুস্তক ইসলামী নীতিদর্শন পাঠ করা হয়েছিল, আর এর সফলতার বিষয়ে পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি (আ.) তা ঘোষণাও করেছিলেন, তাছাড়া অআহমদীরাও নির্দ্বিধায় এ কথা স্বীকার করে যে, নিশ্চিতভাবে এটি সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ছিল।]

এরপর তিনি (আ.) বলেন, চতুর্থ মল্লযুদ্ধ ছিল ডাক্তার ক্লার্কের মোকদ্দমা, যাতে তিন তিনটি জাতি তথা আর্য, খ্রিষ্টান এবং বিরোধী মুসলমানরা আমার বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এতে খোদা তা'লা পূর্বেই প্রকাশ করে দিয়েছিলেন যে, তারা নিজেদের দুরভিসন্ধিতে ব্যর্থ হবে। দু'শর অধিক লোককে ঘটনার পূর্বেই এই ইলহাম শুনানো হয়েছিল। আর অবশেষে আমাদেরই বিজয় হয়। পঞ্চম মল্লযুদ্ধ ছিল মির্যা আহমদ বেগ হুশিয়ারপুরীর মোকদ্দমা যার আত্মীয়-স্বজন এবং সমমনারা ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো আর তাদের মাঝে কতক

চরম মুর্তাদ কুরআন শরীফকে চরমভাবে অস্বীকার করে আর ইসলামের বিরুদ্ধে অশালীন ভাষা ব্যবহার করে আমার কাছে ইসলামের সত্যতার নিদর্শন চাইত এবং বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করতো। অতএব খোদা তা'লা তাদেরকে এই নিদর্শন প্রদর্শন করেন, অর্থাৎ (জানানো হয়েছে যে,) আহমদ বেগ তাদের কতক আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু এবং বিপদাবলী দেখার পর তিন বছরের মাঝে নিজেও মৃত্যু বরণ করবে। অতএব এমনটিই হয় আর সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মৃত্যু বরণ করে, যেন তারা অনুধাবণ করতে সক্ষম হয় যে, প্রত্যেক ধৃষ্টতার শাস্তি রয়েছে।

(আইয়ামুস সুলাহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৪, পৃ: ৩২৫-৩২৭)

অতএব তিনি (আ.) পৃথিবীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত মহাপুরুষের বিপক্ষে যুদ্ধ করো না। যেহেতু আল্লাহ্ তা' লা প্রেরণ করেছেন তাই তিনি সাহায্য ও সহযোগিতাও করবেন এবং নিদর্শনও প্রদর্শন করবেন। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রতাপান্বিত শব্দে জানিয়েছেন যে, পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন কিন্তু পৃথিবী তাকে গ্রহণ করেনি। কিন্তু খোদা তা'লা তাকে গ্রহণ করবেন এবং অনেক শক্তিশালী আক্রমণ সমূহের মাধ্যমে তাঁর সত্যতা প্রকাশ করবেন।

(বারাহীনে আহমদীয়া, চতর্থ ভাগ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১, পৃ: ৬৫৫)

সুতরাং আজ ২০০টিরও অধিক দেশে বিস্তৃত আহমদীয়া জামা'ত এ কথার ঘোষণা দিচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (আ.)সত্যতা পৃথিবীবাসীর সামনে প্রকাশ করে চলেছেন। আল্লাহ্তা'লা আমাদেরও তাঁর মিশনের প্রচার ও প্রসারের কাজে অংশগ্রহণের তৌফিক দিন এবং আমাদের ঈমান ও বিশ্বাসে দৃঢ়তা প্রদান করুন, আর আমাদেরকে স্বীয় দায়িত্ব পালনের সামর্থ্য দান করুন।

এখন আমি আজকাল যে মহামারি ছড়িয়ে আছে সে সম্পর্কে জগৎপূজারীদের মতামত এবং বিশ্লেষণ তুলে ধরতে চাই। ফিলিপ জন্সটন দৈনিক টেলিগ্রাফে গত ১৮ মার্চ ২০২০ তারিখে লিখেন যে, নেটফ্লিক্স ও অনুরূপ অন্যান্য প্ল্যাটফর্মগুলোর রিপোর্ট হলো, আজকাল প্রদর্শিত ২০১১ সালের একটি চলচ্চিত্র অনেক জনপ্রিয়তা লাভ করছে, যার নাম হলো Contagion (কনটেইজিওন)। এই চলচ্চিত্রের কাহিনীতে একটি ভাইরাসের বিস্তার, চিকিৎসা গবেষক ও স্বাস্থ্য সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে ব্যাধিনিরুপণ এবং এর ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের পূর্ণ চেষ্টা, সমাজ ব্যবস্থার চরম বিপর্যয় আর অবশেষে এর বিস্তার রোধে টিকা আবিষ্কারের কথা বলা হয়েছে। তিনি লিখেন যে, আমি মনে করি এভাবে পৃথিবীর ধ্বংসের বিষয় নিয়ে বানানো চলচ্চিত্রে আমাদের আগ্রহ হয়ত আমাদের দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব ও উন্নতির ফলাফল, অর্থাৎ জগৎপূজারীরা যে উন্নতি করছে তার ফলাফল– যার সম্পর্কে আমাদের অধিকাংশের ধারণা হলো, এই উন্নতি স্থায়ী। তিনি বলেন, আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে আমাদের পৃথিবী পুরোপুরি পাল্টে গেছে। তিনি আরও লিখেন, আমাদের সব পরিকল্পনা থমকে গেছে, আর ভবিষ্যতের ব্যাপারেও আমাদের সমস্ত আশা অনিশ্চিয়তার দোলায় দুলছে। তিনি আরও বলেন, স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা কিংবা সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংকটেরও এমন প্রভাব পড়ে নি, যেমনটি আজ এই মহামারির ফলে পড়ছে। এমনকি বিগত বিশ্বযু দ্ধের সময়ও মানুষ থিয়েটার, সিনেমা, রেস্তোরাঁ, ক্যাফে, ক্লাব, পাব ইত্যাদিতে যেত; নিদেনপক্ষে এই জিনিসগুলো ছিল যা মানুষ করতে পারত, কিন্তু এখন আমরা এগুলোও করতে পারছি না। এরপর আরো বলেন, আমাদের অধিকাংশ যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বড় হয়েছি, আমরা সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্য এবং সেই শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রত্যাশা করে এসেছি, যা পূর্বের প্রজন্মগুলো কখনো ভাবতেও পারে নি; আর তারা এমনটি ভাবার অবস্থায়ও ছিল না। তিনি আরও লিখেন, আমি আশা করি বিজ্ঞান এই রোগের কোন প্রতিষেধক বা চিকিৎসা নিয়ে আমাদের উদ্ধারকল্পে এগিয়ে আসবে, আর সম্ভবত এটা হবেও; আমেরিকার সিয়াটলে আজ মানব স্বেচ্ছাসেবীদের উপর এই টিকা পরীক্ষা করার সূচনা হয়েছে, কিন্তু দুঃসংবাদ হলো- এটা জানতেও কয়েকমাস লেগে যাবে যে, এই টিকায় আদৌ কোন লাভ হবে কি-না! তিনি আরও লিখেন, সমগ্র মানব ইতিহাসে মানুষ নিজেদের ধর্মকে অবলম্বন করেই এরূপ পরিস্থিতি কাটিয়েছে; অতীতের যে ইতিহাস রয়েছে, যখনই এমন ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তখন তারা স্বীয় ধর্মের আশ্রয় নিয়েছে এবং এই অবস্থার উত্তরণ হয়েছে, আল্লাহ্র প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছে; যেন তাদের ও তাদের প্রিয়জনদের সাথে যা হয়েছে তাকে কোনভাবে অর্থবহ করে তুলতে পারে। অতঃপর তিনি আরো লিখেন,'লা মাযহাব' বা ধর্মহীনরা এমন সময়ে সর্বদা নিজেদের স্বান্তনার জন্য একটি ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করে। এটি মূলত একটি আলোকিত ধারণা যা ধর্মহীনরা ধারণ করে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী হলো মানবীয় প্রচেষ্টায় প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে সর্বদা উন্নত করা যেতে পারে আর সেটিকে ভাগ্য বা খোদার ক্রোধের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা আবশ্যক নয়। এরপর তিনি বলেন, আমরা বহুবার মানুষকে এটি বলতে শুনেছি যে, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। কারণ বিজ্ঞানীরা কোন সমাধান বের করে ফেলবে, সেটা বিশ্ব-উষ্ণায়ণের সমস্যা হোক বা কোন মহামারিই হোক না কেন। আমরা অচিরেই এটি জানতে পারব যে, এরূপ আশা করা ঠিক কি না। তিনি যেহেতু বস্তুবাদী তাই বলেন, যদি এরূপ না হয়ে থাকে তাহলে আমি হয়ত আবার খ্রিষ্টধর্মের দিকে ফিরে যাব, এখন আমি ধর্ম থেকে দূরে, খোদা থেকে দূরে, আর বাহ্যত যে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাতে তাই মনে হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা যেভাবে বলছে যদি সেটি না হয় তা হলে আমাদেরও চার্চের দিকে এবং ধর্মের দিকে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে হবে।

অতএব, এই ভাইরাস পৃথিবীবাসীকে এটি ভাবতে বাধ্য করেছে যে, খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কিন্তু প্রকৃত ও জীবন্ত খোদা তো কেবলমাত্র ইসলামের খোদা, যিনি নিজের দিকে আগতদেরকে পথ প্রদর্শনের ঘোষণা দিয়েছেন। যে একটি পদক্ষেপ নেয় তিনি কয়েক পদক্ষেপ এগিয়ে তার হাত ধরার ঘোষণা করেছেন, তাকে নিজের আশ্রয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। অতএব, এরূপ অবস্থায় আমাদের যেখানে নিজেদের সংশোধন করা প্রয়োজন, সেখানে কার্যকরভাবে তবলীগও করা প্রয়োজন, পৃথিবীবাসীর কাছে পূর্বাপেক্ষা অধিক হারে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরা প্রয়োজন। আর প্রত্যেক আহমদীর পৃথিবীবাসীকে এ সংবাদ পৌঁছানোর চেষ্টা করা প্রয়োজন যে,স্বীয় অস্তিত্বের নিশ্চয়তা যদি চাও তাহলে নিজ স্রষ্টা খোদাকে চেনো। যদি নিজের উত্তম পরিণতি চাও তবে তোমার স্রষ্টা খোদাকে চেনো, কেননা পারলৌকিক শুভ পরিণামই প্রকৃত কাম্য হওয়া উচিত। তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করো না এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকার প্রদান কর।

অতএব এটি সর্বদা চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তওফীক দান করুন। জগৎপূজারীরাও বলছে যে, এসব বিপদাপদ এখন ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তাই নিজেদের শুভ পরিণামের জন্য আমি যেমনটি বলেছি, আমাদের জন্যও আবশ্যক হলো আমরা যেন খোদা তা'লার প্রতি মনোযোগী হই এবং পৃথিবীবাসীকেও যেন অবগত করি যে, প্রকৃত পরিণাম হলো পারলৌকিক পরিণাম, যার জন্য তোমাদেরকে খোদা তা'লার দিকে অবশ্যই আসতে হবে। এ প্রসঙ্গে 'দি টাইমস'এ ৬ মার্চ তারিখে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। একজন বিশেষজ্ঞ (এতে) সতর্ক করেছেন যে, ভয়ঙ্কর ভাইরাসের জিনগত পরিবর্তনের সম্ভাবনা অনেক বেশি। একই সাথে কয়েক বছরের মধ্যে একটি নতুন করোনা ভাইরাস পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ারও আশঙ্কা রয়েছে। তিনি লিখেছেন যে, আগামী প্রতি তিন বছর অন্তর হয়ত নতুন কোন ব্যাধি সামনে আসতে পারে।

অতঃপর ব্লুমবার্গ-এর পক্ষ থেকেও একটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। তারা লেখে যে, বিজ্ঞানীরা করোনা ভাইরাসকে হয়ত নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে, কিন্তু মহামারির বিরুদ্ধে মানবজাতির যুদ্ধ কখনো শেষ হবে না। মানবজাতি ও জীবাণুদের মধ্যবর্তী বিবর্তনের প্রতিযোগিতায় জীবাণুরা পুনরায় সামনে আসছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ১৯৭০ এর পর থেকে এখন পর্যন্ত ১৫০০ এরও অধিক নতুন ভাইরাসের খোঁজ পাওয়া গেছে। আর একবিংশ শতাব্দীতে মহামারি পূর্বের তুলনায় অধিক দ্রুত এবং দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। অতঃপর তারা বলে, পূর্বে যেসব মহামারি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ছিল তা আজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে পারে। যাহোক এর বিবরণ অতি দীর্ঘ যার সব এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয়, কিন্তু নিজেদের শুভ পরিণামের জন্য যেভাবে আমি বলেছি, খোদা তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ক পূর্বের চেয়ে আরো দৃঢ় করতে হবে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

করোনা মহামারি সম্পর্কে আমি পূর্বেই দিক-নির্দেশনা দিয়েছি, পুনরায় স্মরণ করাতে চাই, কেননা এটি এখন পু রো বিশ্বে খুব দ্রুত বিস্তার লাভ

করছে আর এখানেও এটি অনেক ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। সরকারও এখন এই বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে এবং কঠোর ও বড় পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হচ্ছে। বিভিন্ন রোগব্যাধি ও মহামারি যখন দেখা দেয় তখন সবাইকেই আক্রান্ত করতে পারে। তাই প্রত্যেকেরই অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। সরকারী নির্দেশনাগুলো পালন করুন। বয়োবৃদ্ধ, অসুস্থ বা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায় এমন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অনেক বেশি সাবধান থাকতে হবে। বয়োবৃদ্ধরা ঘর থেকে কম বের হবেন আর সরকারের পক্ষ থেকেও এই ঘোষণাই করা হয়েছে। কেবলমাত্র যাদের স্বাস্থ্য বেশ ভালো তারা ছাড়া অন্যদের ঘরেই অবস্থান করা উচিত। মসজিদে আসার ক্ষেত্রেও সাবধানতা অবলম্বন করুন। জুমুআর নামাযও নিজ এলাকার মসজিদে আদায় করুন, আর আজকে এখানকার উপস্থিতি দেখেও মনে হচ্ছে অধিকাংশ মানুষ নিজ নিজ এলাকাতেই জুমুআ আদায় করছেন, যতক্ষণ না এই বিষয়েও সরকারের পক্ষ থেকে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় যে, জুমুআর জন্যও যেন জমায়েত না হয়। মহিলারা মসজিদে আসা থেকে বিরত থাকুন। তারা শিশুদের সাথে নিয়ে আসে তাই তাদের বিরত থাকা উচিত। তাছাড়া আজকাল ডাক্তাররাও এটিই বলছেন যে, নিজেদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশ্রামের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এরজন্য নিজের ঘুম পূর্ণ করা চাই। তাই নিজের ঘুম পূর্ণ করুন, নিজেরাও এবং সন্তানরাও। একজন প্রাপ্ত বয়স্কব্যক্তির ৬/৭ ঘন্টা ঘুমানো প্রয়োজন আর শিশুদের জন্য ৮/৯ ঘন্টা বা ১০ ঘন্টা ঘুমানো প্রয়োজন। এদিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এমনটি যেন না হয় যে, সারা রাত বসে টিভি দেখতে থাকবে আর তা বারোটা পর্যন্ত চলবে। এরপর একে তো নামাযে উঠতে পারবে না আর অপরদিকে সকালে দ্রুত উঠে কয়েক ঘন্টার মধ্যে কাজে যাওয়ার কষ্ট। যারফলে সারাদিন আলস্য ও দুর্বলতা পরিলক্ষিত হবে। এছাড়া কজের ক্লান্তি তো আছেই। আর এ কারণেই এসব রোগব্যাধিও আক্রমণ করে। একইভাবে শিশুদের মাঝেও তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়া এবং ৮-৯ ঘন্টার ঘুম সম্পন্ন করে আগে উঠার অভ্যাস সৃষ্টি করুন। অতঃপর বাজারের জিনিস খাওয়া থেকেও বিরত থাকুন। এগুলো থেকেও রোগব্যাধি ছড়িয়ে থাকে, বিশেষত চিপ্স ইত্যাদির যেসব প্যাকেট রয়েছে, এগুলো মানুষ শিশুদের খেতে দিয়ে থাকে, বা এমন সব তৈরি খাবার যাতে বিভিন্ন প্রিজারভেটিভ দেওয়া থাকে, এগুলো স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এসব এড়িয়ে চলা উচিত। এগুলোও মানব দেহকে ধীরে ধীরে দুর্বল করতে থাকে।

এছাড়া ডাক্তাররা আজকাল এটিও বলে যে, পানি বারবার পান করা উচিত। একঘন্টা, আধা ঘন্টা বা পৌনে এক ঘন্টা পর পর এক দুই চুমুক পানি পান করা আবশ্যক; এটিও রোগ থেকে বাঁচার একটি উপায়। হাত পরিষ্কার রাখা উচিত; সেনিটাইজার পাওয়া না গেলেও হাত ধুতে থাকুন। আমি যেমনটি পূর্বেও বলেছিলাম দৈনিক যারা অন্ততপক্ষে পাঁচবার ওযু করে তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সুযোগ লাভ করে; এদিকেও মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। হাঁচি সম্পর্কে পূর্বেও আমি বলেছি যে, মসজিদেও এবং সাধারণ স্থানেও, নিজ ঘরে থাকা অবস্থায়ও হাঁচি দেওয়ার সময় রুমাল নাকের সামনে রাখুন। এখন অনেক ডাক্তার এটিও বলেন যে, বাহু সামনে রেখে তাতে হাঁচি দিন যেন এদিক সেদিক হাঁচির ফোঁটা না ছড়ায়। মোটকথা, পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত আবশ্যক এবং এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত, কিন্তু সর্বশেষ অস্ত্র হলো দোয়া। আর এই দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লাআমাদের সবাইকে এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। বিশেষত সেই সমস্ত আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন যারা কোন কারণে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন অথবা ডাক্তাররা তাদের এ রোগ হয়েছে বলে সন্দেহ করে বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত; তাদের সবার জন্য দোয়া করুন। অনুরূপভাবে যে কোন রোগের দুর্বলতার কারণে, আমি যেমনটি বলেছি, ভাইরাস আক্রমণ করে, তাদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে রক্ষা করুন। সার্বিকভাবে সবার জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীকে এই মহামারির কবল থেকে রক্ষা করুন। যারা অসুস্থ রয়েছে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে পূর্ণ আরোগ্য দান করুন আর সকল আহমদীকে আরোগ্য দানের পাশাপাশি ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা সৃষ্টির তৌফিক দান করুন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

(১ম পাতার শেষাংশ....)

সত্যিকার পরিবর্তন নিয়ে আসা এবং সেই পথে অগ্রসর হয়ে তাকওয়া অবলম্বন করা। মানুষের উচিত চারিত্রিক ও নৈতিক পরিপাটি করা, কারণ এটি খোদার কৃপা বয়ে আনে। নিজেদের স্বভাব-চরিত্র পরিমার্জিত কর। নিজেকে ক্রোধমুক্ত কর, এর পরিবর্তে বিনয় ও নম্রতাকে স্থান দাও। চারিত্রিক ও নৈতিক সংশোধনের পাশাপাশি সাধ্যমত সদকাও দাও। يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا (আদদাহর, আয়াত: ৯) অর্থাৎ খোদার সন্তুষ্টির জন্য মিসকীন, এতীম এবং খোদার পথে বন্দীদের আহার দেয় এবং বলে আমরা আল্লাহ্‌র বিশেষ কৃপা লাভের উদ্দেশ্যে এটি দিয়ে থাকি। এবং তারা সেই দিনকে ভয় করে যেটি অতীব ভয়াবহ। সংক্ষেপে বলা যায় দোয়া কর, তওবা কর এবং সদকা দিতে থাক যাতে আল্লাহ্ তা'লা কৃপা ও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯১)

করোনা ভাইরাস থেকে ছড়িয়ে পড়া মহামারি থেকে রক্ষা পেতে হোমিওপ্যাথি ব্যবস্থাপত্র

সারা বিশ্বে corona virus দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে মহামারির রূপ ধারণ করেছে। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে প্রতিষেধক হিসেবে নিম্নোক্ত ঔষধ সেবন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রতিষেধক হিসেবে

১) প্রতিষেধক ওষুধগুলি দুই সপ্তাহ পর্যন্ত নিয়মিত সেবন করার পর এক সপ্তাহ পর্যন্ত বন্ধ রেখে পুনরায় দুই সপ্তাহ সেবন করুন। এভাবে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত এর পুনরাবৃত্তি করুন। ৫ বছরের কম বয়সের শিশুদেরকে এই ওষুধ সপ্তাহে একবার দিন।

1. ACONITE-200
2. ARSENIC ALB -200
3. GELSEMIUM-200

2) 5-15 বছরের বাচ্চা এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য

ক) ACONITE-200, ARSENIC ALB -200, GELSINIUM-200

(খ) Chellidonium Maj -1x

এই দুটি ওষুধ 'ক' এবং 'খ' তিন দিন অন্তর পালাক্রমে (যেমন সোমবার এবং বৃহস্পতিবার) সামান্য জলসহ দশ ফোঁটা করে একবার।

৩) এছাড়া অন্য সকলের জন্য:

1. ACONITE-200
2. ARSENIC ALB -200
3. GELSEMIUM-200

এই তিনটি ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে দুদিন একবার করে । (তিনদিন অন্তর) এবং দশ ফোঁটা ওষুধ সামান্য পরিমাণ জলসহ সপ্তাহে তিন দিন (দুই দিন অন্তর) একবার করে।

মহামারি দ্বারা আক্রান্ত হলে

1) Influenzum-200, Bacillinum-200, Diptherinum-200

এক সপ্তাহ সকাল-সন্ধ্যা, এরপর সপ্তাহে দুইবার (তিনদিন অন্তর)

২) Arnica-30, Baptisea-30, Arsenic Alb-30,Hepar Sulph-30, Nat. Sulph-30

দশ দিনে দুই থেকে তিন বার

৩) Chellidonium Maj -1x সামান্য জলসহ দশ ফোঁটা করে দিনে দুইবার।

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

(বেলজিয়াম জলসার সমাপনী ভাষণ, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

২৮ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ (শেষাংশ....)

বাদশাহ বিরুদ্ধবাদীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, মুসলমানেরা কি কখনও যুদ্ধের সূত্রপাত করেছে, কখনও মিথ্যা বলেছে, কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে বা কখনও বিদ্রোহে উস্কানি দিয়েছে? এর উত্তরে বিরুদ্ধবাদীদের কাছে এই সত্যকে স্বীকার করা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না যে, মুসলমানেরা এই সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত। আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর অনুসারীদের প্রতি মনের মধ্যে চরম ঘৃণা ও বিদ্বেষ নিয়ে এবং ইসলামকে ধ্বংস করে ফেলার বাসনা থাকা সত্ত্বেও মক্কাবাসীরা সাক্ষী দিয়েছিল যে ইসলামের প্রবর্তক কখনও মিথ্যা কথা বলেন নি, কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন নি। কখনও অন্যায়-অত্যাচার করেন নি। তারা একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর অনুসারীরা সমাজে কেবল ভালবাসা ও সম্প্রীতির প্রসার করতে চায় এবং শান্তিপূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদ প্রচার করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামের প্রবর্তক ঘোর বিরোধীতার সময়ও ধৈর্য অবলম্ব করতেন এবং নিজের দুঃখ-বেদনার কথা কেবল এক-অদ্বিতীয় খোদার নিকট উপস্থাপন করতেন। কুরআন করীম আঁ হযরত (সা.)-এর বেদনার কথা উল্লেখ করে বর্ণনা করেছে যে আমি মানুষকে শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে আহ্বান করেছি, কিন্তু তারা অত্যাচারের পথ বেছে নিয়েছে। মক্কায় থাকাকালীন বিরোধীদের শত্রুতা সত্ত্বেও আঁ হযরত (সা.) কখনও মুসলমানদের উপর হওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন নি। না কখনও তিনি মক্কার প্রশাসকদের সঙ্গে সহযোগিতায় কোনও ত্রুটি রেখেছেন বা কোনও প্রকার বিদ্রোহের জন্য উস্কানি দিয়েছেন। মুসলমানদের এই ধৈর্য ধারণের কারণ ছিল আল্লাহ্‌র তা'লা সেই নির্দেশ যা তিনি কুরআন করীমের সূরা ফুরকানের ৬৪ নং আয়াতে দান করেছেন। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মোমেনদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, ' রহমান খোদার বান্দারা পৃথিবীতে বিনয় সহকারে চলাফেরা করে এবং যখন অজ্ঞদের মুখোমুখি হয়, তখন তারা সালাম করে।" শান্তির কথাই বলে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব যতই যাতনা দেওয়া হোক, আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছেন। বিপদাপদ এবং বিদ্বেষের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে শত্রু এবং বিরুদ্ধবাদীর সঙ্গে শান্তির কথা বল। পরিণামে মুসলমানদের যাতনা দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে, তাদের নামে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা খোদার নির্দেশ মত ধৈর্য অবলম্বন করেছে। প্রতিশোধের প্রতি সহজাত প্রবৃত্তি সত্ত্বেও তারা শত্রুদের জন্য শান্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছে, যা তারা নিজেদের জন্য পছন্দ করত। আর এই শান্তি ক্ষণকালের ছিল না, বরং স্থায়ী ছিল। এই কারণেই সূরা ইউনুসের ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ' আল্লাহ্ তোমাদেরকে শান্তির নিবাসের দিকে আহ্বান করছেন।' এই থেকে স্পষ্ট যে মুসলমানদেরকে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতর জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কয়েকবছর পর্যন্ত তাদেরকে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। আর যখন উৎপীড়ন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন রসূল করীম (সা.) এবং সাহাবাগণ মদীনা হিজরত করলেন। তবুও ইসলামের শত্রুরা তাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিল না, জোর করে তাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিল। তখন বছরে পর বছর অন্যায় অত্যাচার সহন করে এবং দেশান্তরিত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে পেশি শক্তিদ্বারা প্রত্যুত্তর করার অনুমতি প্রদান করলেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল এই যে, প্রতি-আক্রমণের অনুমতিও ইসলাম বা মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য দেওয়া হয়নি, বরং কুরআন শরীফের সূরা হজ্জের ৪১ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, প্রতিরক্ষামূলক অনুমতিও সমস্ত ধর্মকে রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বজনীন ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য দেওয়া হয়েছে, যেটি ছিল ইসলামের শত্রুদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এটিও স্পষ্ট থাকে যে, রসূল করীম (সা.) তাঁর অনুসারীদের এর নীতিমালা কঠোরভাবে পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন যুদ্ধবন্দীদের প্রতি যেন নমনীয় আচরণ করা হয় আর সম্ভব হলেই যেন তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়, সে বিষয়টি তিনি (সা.) সুনিশ্চিত করেছিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে কোনও শিশু, মহিলা কিম্বা বৃদ্ধকে যেন কষ্ট না দেওয়া হয়। আর কোন ধর্মীয় নেতাকে যেন আক্রমণ না করা হয়। তিনি এই নির্দেশও দিয়েছিলেন যে, প্রতিপক্ষ বোঝাপড়া করার সামান্য ইঙ্গিত দিলেও তাৎক্ষণিতভাবে যেন চুক্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয় যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনও সুযোগ নষ্ট না হয়। এটিও অনুধাবনযোগ্য বিষয় যে যেখানে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদেরকে যুদ্ধবাজ ও রক্তপিপাসু নামে অভিহিত করা হয়, সেখানে আজ পাশ্চাত্যের অনেকে এবং অমুসলিমরা একথা স্বীকার করছে যে একথা সম্পূর্ণরূপে সত্য বিবর্জিত। বস্তুত গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ইসামের প্রাথমিক যুগে সংঘটিত সকল যুদ্ধে নিহত মানুষদের সংখ্যা বর্তমান যুগের একটি বোমার দ্বারা নিহত মানুষের তুলনায় নগণ্য । অতএব পারস্পরিক সংঘাত এবং বিদ্বেষের বীজ বপনের পরিবর্তে ইসলাম সব সময় মুসলমানদের ঘৃণা ও বিদ্বেষের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলার এবং প্রেম ও দয়ার সেতু রচনা করার উপদেশ দিয়েছে, যাতে মানবজাতির মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি না হয়ে যেন ঐক্য সৃষ্টি হয়। মোটকথা সমাজের প্রতিটি স্তরে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছে শান্তি প্রসার করা মুসলমানদের দায়িত্ব। এর মূল কারণ, যা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, কুরআন করীমের প্রথম সূরায় বর্ণিত হয়েছে। আর এটি হল এই যে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু-প্রতিপালক। অনুরূপভাবে যখন খোদা তা'লা মানবজাতিকে জীবনদানকারী এবং তিনিই একে স্থায়ীত্ব দানকারী, তবে এক্ষেত্রে মানুষের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করা একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য মোটেই শোভনীয় নয়। বরং আমাদের ঘৃণা কেবল ভালবাসা, স্নেহ এবং পারস্পরিক সহানুভুতি দ্বারাই দূর হতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: একজন ব্যবহারিক মুসলমান হিসেবে আমাদের কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, খোদা এক-অদ্বিতীয়। আর আমাদের কর্তব্য হল তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং কেবল তাঁরই ইবাদত করা। অনুরূপভাবে আমরা কুরআন করীমের এই চিরস্থায়ী শিক্ষাকেও মান্য করি যে ধর্মে কোনও প্রকার বলপ্রয়োগের স্থান নেই। যেমনটি আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ধর্ম হল প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিষয় আর এটি ব্যক্তিগতই থাকবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামের আভিধানিক অর্থ হল ,'শান্তি'। কুরআন করীমে এমন অনেক আয়াত আছে যেগুলি ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট করে যে মুসলমানদের সব সময় শান্তিতে থাকা উচিত এবং অপরের প্রতি ভালবাসা এবং সম্মানজনক আচরণ করা উচিত। অতএব এটি কিভাবে সম্ভব যে রসূল করীম (সা.), যাঁর উপর এমন শান্তিপূর্ণ শিক্ষা অবতীর্ণ হয়েছে, তিনিই নিজেই সেই শিক্ষামালার বিরুদ্ধাচারণ করতেন। ন্যায়পরায়ণ এবং পক্ষপাতশূন্য ইতিহাসবিদ এ কথার সাক্ষ্য দেন যে রসূল করীম (সা.) কখনও অন্যায়কে প্রশয় দেন নি, কারো অধিকার আত্মাসাৎ করেন নি। বরং সব সময় শান্তি, সহনশীলতা এবং অপরের অধিকার প্রদানের শিক্ষা দিয়েছেন। এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর শিক্ষামালাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। আর আমরা গর্বসহকারে সেই রসূল করীম (সা.)-এর অনুসারী হওয়ার দাবি করছি যাকে কুরআন শরীফ 'রহমতুল্লিল আলামীন' নামে অভিহিত করেছেন। আর একারণেই জামাত আহমদীয়ার স্লোগান হল ,'ভালবাসা সকলের তরে,ঘৃণা নয়কো কারো পরে।'

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই সংকটময় যুগে মানবজাতি যে জিনিসের

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ । (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam and family, Dhantala, Jalpaiguri District

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। (সুনান আবু দাউদ)**

দোয়াপ্রার্থী: Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur (Murshidabad)

জন্য সংগ্রাম করা উচিত সেটি হল শান্তি। ইসলামের সমালোচকদের উচিত ইসলাম এবং রসুল করীম (সা.)-এর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করার পরিবর্তে নিজেদের বিদ্বেষ ও স্বার্থপরতা দূর করুন, অন্যথায় পৃথিবীতে তিক্ততা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। আর অশিক্ষিত এবং ও অজ্ঞ মুসলমান যারা নিজেদের ধর্মের শিক্ষা সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত নয়, তাদের হতাশা ও ক্ষোভ প্রবল হবে। যেখানে যুবক শ্রেণী হতাশাগ্রস্ত হয়, বিদ্বেষপরায়ণ মোল্লারা অতি সহজেই তাদেরকে নিজেদের শিকারে পরিণত করে তাদের মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষে বীজ ঢুকিয়ে দেয়। আপনাদেরকে অবশ্যই এদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত, অন্যথায় পৃথিবীকে অন্ধকারে ঘিরে রাখা ঘৃণা-বিদ্বেষের এই তিক্ত বলয় মুসলমানদের মধ্যেকার শান্তিকে ধ্বংস করে দিবে। আর অবশিষ্ট পৃথিবীতেও শান্তি প্রতিষ্ঠা এক অলীক স্বপ্ন হয়েই থেকে যাবে। যেমনটি আমি বলেছি, এই সময় প্রয়োজন হল আমাদের সকলে মিলে পরস্পরের ধর্মীয় আবেগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য উন্নত ভবিষ্যত রচনার চেষ্টা করা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আসুন আমরা পারস্পরিক সংঘাত ভুলে গিয়ে সমাজে এক সত্যিকার এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ব্রতী হই এবং ঐক্য এবং অপরের প্রতি পুণ্যের স্পৃহা নিয়ে সমাজ গড়ে তুলি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

কয়েকজন অতিথির প্রতিক্রিয়া

নুনস্পিট শহরের মেয়র ভ্যান ডের উইয়ার্ট নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন: নুনস্পীটের মানুষদের পক্ষ থেকে এখানে কয়েকটি কথা বলার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। গত বছরও আমি এখানে একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলাম। এবার তো স্বয়ং হুযুরও উপস্থিত আছেন। এদিক থেকে আজকের অনুষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত বছরের মত এবারও অনুষ্ঠানে যোগদান করে আমার খুব ভাল লাগছে।

হুযুর আনোয়ার অত্যন্ত উচ্চমানের ইংরেজিতে ভাষণ দিয়েছেন যা আমাদের মত মানুষের পক্ষে বোঝা কিছুটা কষ্টকর। তথাপি যা কিছু এখানে আমি নিজের চোখে দেখেছি তা বর্ণনার অতীত। একটি বড় সভাকক্ষে মানুষ একত্রিত হয়ে নিবিড় মনোযোগ সহকারে হুযুরের ভাষণ শুনছিলেন।

একথা আমি নিজের বক্তব্যেও বলেছিলাম। বর্তমান যুগের পরিস্থিতির সাপেক্ষে জীবনকে আমাদের বুঝতে হবে। খৃষ্টান মুসলিম নির্বিশেষে আমাদের সকলকে নিজেদের সৃষ্টির কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং তা অনুধাবন করতে হবে। আর এই ধরণের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আপনি এ সম্পর্কে ধারণা পান। এটি অত্যন্ত মূল্যবান বার্তা ছিল।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত সমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পৌরসভার প্রবন্ধক হওয়ার সুবাদে আহমদীদের সঙ্গে আমার ভাল রকম পরিচয় রয়েছে। আমরা যখন খুশি একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারি। এর অনেক উপযোগিতা রয়েছে। প্রয়োজন পড়লেই আমরা পরস্পরকে ডেকে নিই। যেমন আজকের অনুষ্ঠানে পৌরসভাও ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করেছে। এখানে আপনাদের এবং আমাদের প্রতিনিধিরা একসঙ্গে বসে পরিকল্পনা করে। কিছু সাংস্কৃতিক ভিন্নতা রয়েছে যা এখন আমরা ক্রমে বুঝতে পেরেছি আর এগুলির সাথে এখন আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। আমরা একে অপরকে অনেক ভালভাবে বুঝছি আর এজন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আশা করি আপনারা আরও এমন অনুষ্ঠান করবেন যাতে মানুষের জীবন সম্পর্কে জন্ম নেওয়া প্রশ্নাবলীর উত্তর পাওয়া যায়।

বেলজিয়ামের এক অতিথি এ্যানি সেলস সাহেবা বলেন: আমি বেলজিয়াম থেকে এখানে হুযুরের ভাষণ শোনার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। তাঁকে দেখে এবং তাঁর বক্তব্য শুনে আমি অনুপ্রাণিত হই। পৃথিবীতে তিনিই সব থেকে বেশি শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি। তিনি এত বড় একজন নেতা, কিন্তু তা সত্ত্বেও সহজবোধ্য ভাষায় সাধারণ মানুষের বোধশক্তি অনুসারে কথা বলেন। আমার আকাঙ্খা পৃথিবীর অন্যান্য নেতারাও তাঁর থেকে শিখবেন, কেননা পৃথিবী খুব বেশি চরমপন্থী হয়ে উঠছে। মানুষ একে অপরকে না বুঝছে না তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। মানুষ কেবল সমাজমাধ্যম থেকে শেখা স্লোগান আওড়াচ্ছে। এটা ঠিক নয়। এর বিপরীতে তিনি (হুযুর) যেভাবে মানুষকে বোঝান তা খুবই কার্যকরী। আমি মনে করি তিনি পৃথিবীর অনেক মানুষের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

হুযুর আনোয়ার ধীর ও শান্ত প্রকৃতির। তাঁর মধ্যে অসাধারণ বিনয় রয়েছে। তিনি ঐ সব লোকের মধ্যে পড়েন না যারা উচ্চস্বরে মানুষকে বোঝায়, বরং তাঁর বাচনভঙ্গি অত্যন্ত কোমল ও মনোহর। এটি খুবই জরুরী বিষয়।

* ডিনি হারকিঙ্ক নামে এক অতিথি বলেন, শিক্ষাজগতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। চার বছর পূর্বে আমি একটি প্রতিষ্ঠানে ডাচ ভাষা শেখানো শুরু করেছিলাম। যেখানে একজন পাকিস্তানী পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়, যারা প্রায় এক বছর পূর্বে হল্যান্ডে এসেছিলেন। তারা ভাষা শিখতে এই প্রতিষ্ঠানে এসেছিলেন। ক্রমে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। আমি তাদেরকে সমস্ত রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলাম। তাঁদের ছেলেরা আমার সঙ্গে প্রায় দেখা করে আর প্রতি সপ্তাহে কিছুটা সময় আমার সঙ্গেই তারা কাটায়। সেই ছেলেগুলোর কাছ থেকে আমি জামাত সম্পর্কে অবগত হই।

এখানে এসে আমার খুব ভাল লাগছে। কেননা আপনাদের খলীফাও সমস্ত মানুষের সঙ্গে শান্তি ও সমন্বয়ের কথাই বলছেন। আমি খৃষ্টধর্মাবলম্বী, আর আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনাদের জামাত কেবল আহমদীদের সঙ্গেই নয়, বরং সমস্ত ধর্মের মানুষের প্রতিই উন্নত আচরণ করে। একজন মুসলমান নেতার মুখ থেকে এমন কথা শোনা খুব সুখকর অভিজ্ঞতা ছিল, কেননা আজকাল ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি রয়েছে।

আপনাদের মত সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে, যারা হল্যাণ্ডে সমন্বিত হতে বিশ্বাসী, পারস্পরিক সমন্বয় এবং শান্তি ও ভালবাসার বাণী সমাজের ভীষণ প্রয়োজন। আপনার ভালবাসায় বিশ্বাসী। আমার মতে আমাদের সকলকে ভালবাসার প্রচার করার চেষ্টা করা উচিত। কেননা আমরা যদি ভালবাসার প্রসার করি তবে তা হল্যাণ্ড ও বাকি পৃথিবীর জন্য মঙ্গলজনক হবে। খলীফার সত্তায় যে শান্তি ও স্থিরতা পরিলক্ষিত হয় তা অসাধারণ ছিল। তিনি পৃথিবীতে বিরজমান অশান্তির কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজননীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমরা পৃথিবীতে একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকি। আমাদেরকে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকা উচিত, একসঙ্গে মিলে কাজ করা উচিত। আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত করার জন্য ধন্যবাদ। আমার শুভেচ্ছা আপনাদের সঙ্গে রইল।

সমাপনী ভাষণ

তাশাহুদ,তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার সূরা সফ-এর ৯ নং আয়াত তিলাওয়াত করে এর অনুবাদ উপস্থাপন করেন। অতঃপর তিনি বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যখন এই দাবি রয়েছে যে তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এই যুগে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করতে প্রেরিত হয়েছেন এবং আঁ হযরত (সা.)-এর দাসত্বে তাঁর ধর্মকে পৃথিবীতে প্রসার করার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'লা তাঁর উপর ন্যস্ত করেছেন, সেক্ষেত্রে অবধারিত ছিল আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় সাহায্য ও সমর্থনের দৃশ্যও দেখাতেন। কাজেই আল্লাহ্ তা'লা এই দৃশ্যও দেখালেন এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কেও তাঁর মান্যবর আঁ হযরত (সা.)-এর কল্যাণধারার মাধ্যমে বারবার এবিষয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এই যুগে ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলি যখন ইসলামকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন তিনি (আ.) ঘোষণা করেছিলেন, খোদা তা'লা আমাকে একথা বলেছেন যে শত্রুরা যতই শক্তি প্রয়োগ করুক, এখন ইসলামের নব পল্লবে বিকশিত হওয়াই ভবিতব্য।

আঁ হযরত (সা.)কে দেওয়া আল্লাহ্ তা'লার এই প্রতিশ্রুতি আজও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং তা স্বমহিমায় পূর্ণ হয়েছে, যেভাবে আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে হয়েছিল। আর এই উন্নতি যে মসীহ ও মাহদীর দ্বারা হবে আমিই সেই ব্যক্তি। একস্থানে বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন: এরা

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

যুগ ইমাম-এর বাণী

"সর্বদা সত্যের সঙ্গ দাও।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

কেবল মুখেই আস্ফালন করে বলে যে এই ধর্ম কখনও সফল হবে না, আমাদের হাতে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু খোদা কখনও এই ধর্মকে বিনষ্ট করবেন না। এবং তিনি ক্ষান্ত হবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না এটিকে পূর্ণ করেন। অতপর তিনি বলেন, এই দুর্বৃত্ত কাফেরের দল নিজেদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ্ এটিকে পূর্ণ করবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলি নিজেদের কাজ করছিল, কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কথাগুলি থেকে জানা যায় যে এটি তাদের দুর্ভাগ্য যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, যাদের মধ্যে আবার অনেকে আলেম নামেও পরিচিত, তারা মসীহ মওউদ এর সঙ্গ দেওয়ার পরিবর্তে ইসলামকে মুছে ফেলতে উদ্যত কাফেরদের সঙ্গে মিলে বিরোধিতা আরম্ভ করেছে বা করে চলেছে। কিন্তু তাদের বিরোধিতায় এখন আর কিছু হবে না, যেভাবে অতীতে বিরোধিতা কিছু করতে পারে নি বা এক হাজার বছরের অন্ধকার যুগের পর বিরোধিতা ইসলামের কোনও ক্ষতি করতে পারে নি, ইসলাম আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সুরক্ষিত থেকেছে। তাঁরই কৃপায় কুরআন করীম অপরিবর্তিত থেকেছে। অনুরূপভাবে এখনও এটি প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং যেরূপে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে তাঁর যুগে এবং তাঁর মাধ্যমে ইসলামের পুনরুত্থান হবে। কেননা ইসলামের অপূর্ব সুন্দর শিক্ষা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রকাশ পাবে এবং পাচ্ছে। যে কাজ আল্লাহ্ তা'লা সম্পূর্ণ করতে চান তাতে তথাকথিত আলেম সম্প্রদায় বা বিরোধিদের বাধা দেওয়ার অপচেষ্টা কোনদিন সফল হতে পারে না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতএব যে সমস্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা এর অন্তর্নিহিত সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। তাই এই যুগে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই সেই পথ পাওয়া সম্ভব যা খোদার দিকে নিয়ে যায়। আমি কিছু ঘটনা বর্ণনা করব যা থেকে স্পষ্ট হবে যে তাঁর জামাতে আসার জন্য বা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা পথ-প্রদর্শন করেছেন এবং কিভাবে ঈমানকে সমৃদ্ধ করতে তাদেরকে নিদর্শন দেখিয়েছেন এবং কিভাবে বিরোধীদের নত মস্তক করেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: 'এরা এই জ্যোতিকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এটিকে পূর্ণতা দিবেন, কেউ বাধা দিতে পারবে না' - আল্লাহ্ তা'লার তাঁর নিজের এই কথা পূর্ণ করার জন্য কিভাবে মানুষকে পথ-প্রদর্শন করেন- সে সম্পর্কে মালির এক ভদ্রলোক দোস্ত মহম্মদ কোনে সাহেব বলেন, তিনি জামাতের রেডিও চ্যানেল শুনেছেন এবং যারা জামাতের বিরুদ্ধে কথা বলে তারে কথাও শুনেছেন। এর পর তিনি দোয়া করতে আরম্ভ করেন যে আল্লাহ্ তা'লা যেন তাঁকে সোজা পথ দেখান। এরপর তিনি স্বপ্নে এক বুযুর্গকে দেখেন যিনি বলছিলেন এখন হোক বা পরবর্তীকালে, প্রত্যেক ব্যক্তিই আহমদীয়াতে প্রবেশ করবে।' এরপর তিনি বয়আত করে নেন এবং আল্লাহ্ তা"লার কৃপায় এখন তিনি একজন সক্রিয় আহমদী সদস্য।

এরপর তানজানিয়ার একজন মুয়াল্লিম বলেন: একটি পরিবারে সফিরা নামে এক পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন, যিনি শৈশবেই পিতাকে হারিয়েছিলেন। তাঁর মা দ্বিতীয় বিবাহ করেন। তাঁর মায়ের দ্বিতীয় স্বামী মদ তৈরী করে বিক্রি করত আর এরা সেই কাজে তাকে সাহায্যও করত। তার মদের দোকানের কিছুটা অংশের সে মালিকও ছিল। একদিন তিনি জামাতের কোনও একটি বুকস্টলে সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় জামাতের কিছু বই-পুস্তক দেখে কয়েকটি প্রশ্ন করেন এবং জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তর পাওয়ার পর তিনি বলেন, এটি যদি ইসলাম হয় তবে আমি অনেক বেশি ভুল পথে আছি। আমি ইসলাম আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই। তাঁকে বয়আত ফর্ম দেওয়া হয় যাতে বাড়ি গিয়ে সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনার অবকাশ পান। বয়আত ফর্ম পাঠ করার পর পরের দিন মদ তৈরী করার সমস্ত সরঞ্জাম বৈপিত্রের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এখন থেকে এই কাজের সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক থাকল না, এগুলি সব আপনিই রেখে দিন। আমি প্রকৃত ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই। এভাবে তিনি বয়আত ফর্ম পূর্ণ করে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এবং অন্য কাজের মাধ্যমে নিজের জীবিকা নির্বাহ করছেন।

সেনেগালের মুবাল্লিগ সাহেব লেখেন, টোবকুরি নামে একটি গ্রামে এক মহিলা ছিলেন। মাইমুনা নামে সেই মহিলা রেডিওতে আহমদীয়াতের বাণী শুনে অনেক কষ্টে মিশন হাউসের ঠিকানা সংগ্রহ করেন। মিশন পৌঁছে তিনি বলেন, আমি আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই। আমার স্বামী এতে অসন্তুষ্ট, তিনি আহমদীয়াতে আসতে চান না। কিন্তু আমি আহমদীয়াতকেই প্রকৃত ইসলাম বলে জেনেছি। তাই আমার সকল সন্তান-সন্ততি সহ জামাতে প্রবেশ করছি। এর সঙ্গে তিনি প্রতি মাসে সন্তানদের চাঁদা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। জামাতে প্রবেশ করার দিন থেকে প্রতি মাসে নিজের এবং সন্তানদের চাঁদা দান করছেন। তাঁর যেমন আর্থিক অবস্থা তার তুলনায় অনেক বেশি চাঁদা তিনি দিচ্ছেন।

বেনিনের বোহিকো অঞ্চলের স্থানীয় মিশনারী বলেন, একদিন রেডিও তবলীগের পর আজাফুঁ আগাস্তীন নামে এক ভদ্রলোকের ফোন আসে, যিনি বলেন, আমি দীর্ঘদিন যাবৎ জামাতের তবলীগ শুনছি। আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে ইচ্ছুক।' একথা শুনে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাঁর বাড়ি যাই। তিনি কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন যেগুলির সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া হয়েছিল। এরপরেই তিনি বয়আত করে জামাতে শামিল হন। মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, আমি কয়েকদিন পর কয়েকদিন পর তাঁর জন্য কিছু বই-পুস্তক সঙ্গে নিয়ে যাই। বইগুলি পড়ার পর তিনি পুনরায় আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে বলেন, জামাতের সত্যতা আমার কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়েছে। এখন খুশি মনে এই ওসীয়ত করছি যে আমার বাড়ির সামনের জমিটি জামাতের জন্য উৎসর্গ করলাম। জামাত যেভাবে চাই এই জমিটি ব্যবহার করুক। বয়আতের পর তিনি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্তার ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমাদের একজন মুবাল্লিগ সাহেব লিখেছেন, ভারতের আহমদাবাদে একটি বইমেলায় মহম্মদ সাঈদ নামে এক ভদ্রলোক আমাদের স্টলে আসেন। পারস্পরিক মত বিনিময় এবং জামাতের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে কথাবার্তা হয়। কথাবার্তা থেকে মনে হচ্ছিল যে তিনি আহমদীয়াত সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন। জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন যে কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে তিনি আহমদীয়াতের বাণী পান নি ঠিকই, কিন্তু এম.টি.এ-এর সঙ্গে দীর্ঘদিন থেকে পরিচয় ছিল। এম.টি.এ-তে খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) প্রশ্নোত্তর সভার অনুষ্ঠানগুলি তিনি শুনেছেন, যা থেকে তিনি সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হন। তিনি বলেন, আমি জামাত আহমদীয়া সত্য বলে স্বীকার করি আর আমার মনের মধ্যে এই ব্যকুলতা ছিল যে কখনও কোন আহমদীর সাক্ষাত পেলে তাঁর সঙ্গে গিয়ে আহমদীয়াতে শামিল হব, বয়আত করার মাধ্যমে হযরত মহম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মান্যকারী হব। আজ এই বইমেলায় আমার সঙ্গে আপনার সাক্ষাত হল। এরপর তিনি মিশনে এসে বয়আত করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি এখন একজন নিষ্ঠাবান আহমদী।

ইন্ডোনেশিয়ার মুবাল্লিগ সাহেব লেখেন: বিগত সাত মাসে আমার জামাতে নতুন কোনও বয়আত হয় নি। রমযান মাসের ঘটনা এটি। এই পবিত্র মাসে আমি অনেক দোয়া করি যে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে কোনও পথ দেখান যার দ্বারা এখানে নতুন বয়আত হবে। একদিন আমার মনে পড়ল যে চার মাস পূর্বে কোনও এক মুবাল্লিগ আমাকে এক অ-আহমদী ব্যক্তির ফোন নম্বর দিয়ে বলেছিলেন তিনি জামাত সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে চান, তাঁর বাড়ি আমার জামাতের পাশেই। আমি হোয়াটসআপের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি, কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে কোনও উত্তর আসে নি। কিছু দিন পর তাঁর পক্ষ থেকে একটি বার্তা আসে যার ফলে হোয়াটসআপে পুনরায় কথাবার্তা বলা আরম্ভ হয়। কথোপকথনের শেষে তিনি মিশন হাউসের ঠিকানা জানতে চান। কয়েকদিন পর তিনি মিশন হাউসে এসে বয়আতের গুরুত্ব, যুগ ইমামের প্রতি ঈমান আনয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং আর্থিক

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

কুরবানী ইত্যাদি বিষয়ের সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। জামাতের সত্যতা তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি এই বছর জুন মাসে বয়আত করেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বেলিজের মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব লিখেছেন, খাদীজা নামে এক ভদ্রমহিলা বেলিজে সর্বপ্রথম বয়আত করেছিলেন। তাঁর মাধ্যমে অনেক মানুষের কাছে আহমদীয়াতের পরিচিতি ঘটে, অনেকে জামাতেও শামিল হয়। বর্তমানে তিনি লাজনাদের তবলীগ বিভাগের সেক্রেটারী পদে রয়েছেন। তিনি যেখানেই যান, মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে বলেন, এটিই তাঁর রীতি। ২০১৯ সালের জানুয়ারী মাসে বেলিজের জলসার কয়েক দিন পূর্বে তিনি নিজে গাড়ি চালিয়ে কোনও এক সদস্যাকে আনতে যাচ্ছিলেন। পথে তাঁর গাড়ি ভুল করে অন্য একটি গাড়িতে ধাক্কা মারে। একটি বাড়ির সামনে গাড়ি পার্ক করানো ছিল যেটিকে তাঁর গাড়ি গিয়ে ধাক্কা মারে। গাড়ির মালিক কার্লা সাহেবা বাইরে বেরিয়ে এলে খাদিজা সাহেবা তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে বলেন, পুলিসকে জানিয়ে দেওয়াই উত্তম। তিনি কার্লা সাহেবাকে জামাত সম্পর্কেও পরিচয় করান। বেলিজের জলসাও আসন্ন ছিল। এরই মাঝে তিনি তাঁকে জলসায় আসার আমন্ত্রণ জানান। কয়েকদিন পর কার্লা সাহেব জলসায় এসে বয়আত করে জামাতে আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হন। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল যে তিনি জামাতে কেন শামিল হলেন? তিনি উত্তর দিলেন, কিছুকাল পূর্বে আমি আপনাদের সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমে শুনছিলাম। আর আমার ইচ্ছে হচ্ছিল আমিও আপনাদের জামাতের যোগ দিই। কিন্তু আমি কোনও আহমদীকে জানতাম না। কিন্তু সেদিন যখন গাড়ি দুর্ঘটনা হল, তখন মনে হল খোদা যেন তোমাদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসেছেন। জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি আরও আশ্বস্ত হলাম যে এই ধর্ম আমার জন্য। এজন্যই আমি বয়আত করলাম। এভাবে খোদা তা'লা নিজেই মানুষের জন্য দ্বার খুলে দেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: গাম্বিয়ার আমির সাহেব লিখেছেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা এখানে কিয়াং সেন্ট্রাল জেলার ইউরোজুলা গ্রামে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণের তৌফিক পেয়েছি। এর পর থেকে গ্রামে মোল্লারা এসে আহমদীদেরকে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে যে আমরা যেন আহমদীয়াত ছেড়ে দিই এবং এই মসজিদ থেকে পৃথক হয়ে যাই। কেননা আহমদীরা অমুসলিম। আর যদি তাদের মধ্যে কেউ মারা যায় তবে তাকে এখানে সমাধিস্ত করতে দেওয়া হবে না। একজন নিরক্ষর আহমদী মহিলা মোল্লাকে জিজ্ঞাসা করেন, আহমদীরা কি এই মসজিদে নামাযে কুরআন মজীরে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না? যদি কোনও পার্থক্যই না থাকে, তবে আমরা আহমদীয়াত কেন ত্যাগ করব? কেন আহমদীদের মসজিদ ত্যাগ করব। আমরা আহমদী, আহমদীই থাকব। তুমি যা কিছু করতে পার করে নাও। এভাবে সেই মহিলা তাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়।

কঙ্গোর আমীর সাহেব লিখেছেন, এবছর বাগাটা শহরে জামাতের সেন্টার তৈরী হয়েছে। জামাতের সংগঠন এবং শিক্ষা দেখে অধিকাংশ মুসলমান আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে, যার কারণে সেখানে জামাতের তুমুল বিরোধিতা আরম্ভ হয়েছে। আমাদের মুয়াল্লিমদেরকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানেও আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা রিপোর্ট করা হয়েছে। নবাগত আহমদীদের আহমদীয়াত ত্যাগ করার জন্য বলা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই বিরোধিতা সত্ত্বেও সকলে অবিচল রয়েছে। তারা বিরুদ্ধবাদীদের এই উত্তর দেয় যে আমরা বছরের পর বছর মুসলমান ছিলাম, তোমরা কখনও আমাদের কাছে আসনি। আজ যখন জামাত আহমদীয়া আমাদেরকে প্রকৃত ইসলাম শেখাচ্ছে তখন তোমরা বিরোধিতা আরম্ভ করেছ। এখন আমরা আহমদী মুসলমান হয়েই থাকব এবং ইনশাআল্লাহ্ এরই উপর প্রতিষ্ঠিত থাকব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বেনিনের পারাকো অঞ্চল থেকে মুবাল্লিগ সাহেব লিখছেন যে তাদের এলাকার রহমান নামে জনৈক ব্যক্তি বলেন আমি যখন আহমদীয়াত গ্রহণ করি, সেই সময় আমি অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত ছিলাম। কোনও ক্রমে দুবেলা খাবার জুটত। মৌলবীরা অনেক বিরোধিতা করে, কিন্তু আমি সপরিবারে আহমদীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলাম। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের কারণে চাঁদা দেওয়াতে এমন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি যে অল্প হোক বেশি হোক প্রতি মাসে নিয়মিত চাঁদা দিয়ে থাকি। এখন আমার ক্ষেতে পূর্বের থেকে বেশি ফসল উৎপন্ন হয়। এখন আমার কাছে মোটরসাইকেলও রয়েছে আর বাড়িও পাকা হয়েছে। আমি খোদার দিব্যি করে বলছি, আহমদীয়াতের কল্যাণেই আল্লাহ্ তা'লা আমার উপর কৃপা করেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এছাড়া বিরোধীদের বিরোধিতার কারণে সর্বত্রই বয়আত হতে দেখা যায়। আরও একটি ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। মালির কোলিকোরি অঞ্চলের একটি গ্রামের আব্দুস সালাম সাহেব বলেন, প্রথম বার তিনি রেডিওর মাধ্যমে জামাত সম্পর্কে পরিচিত হন। সেই সময় তিনি কোনও এক আহমদী ব্যক্তির বাড়িতে ছিলেন। এরপর তিনি নিজে রেডিও কিনে নিয়ে আসেন। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি জামাতের অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনও অনুষ্ঠান শোনেন নি। তিনি বলেন, রেডিও সমস্ত অনুষ্ঠান নিবিড় মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং বাড়ির লোকদের শোনাতেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাঁর গ্রামে জামাত এখন বেশ সশক্ত হয়ে উঠেছে। গত বছর গ্রামের ইমাম অন্যান্য সব মৌলবীদের কথায় বিরোধিতা আরম্ভ করে আর আহমদীদেরকে মসজিদে আসতে বাধা দেয়। এতে গ্রামের এক আহমদী, যার সেই গ্রামে নিজস্ব একটি প্লট ছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ সেটি জামাতের নামে লিখে দেন। ফলে জামাতের সদস্যরা নিজেরাই চারটি দেওয়াল তুলে এর খোলা আঙিনায় নামায পড়তে আরম্ভ করে দেয়। এই বিরোধিতা পর গ্রামের চিফ এবং এলাকার মেয়র ও তাঁর সহকারিবৃন্দ এবং আরও কয়েকটি পরিবার সহ মোট ২১০ জন আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। মৌলবী সেখানে বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে এলেও খোদার এমন কৃপা হল যে এলাকার চিফ এবং মেয়রও আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। সেখানে জামাত এবছর নিজেদের মসজিদ নির্মাণ করছে। আর বিরোধিরা সেই মৌলবীর পিছনে থেকে বিরোধিতা করছিল, তাদের মধ্য থেকেও অনেকে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এরপর লাইবেরিয়ার মুবাল্লিগ লিখেছেন, তারা তবলীগি সফরে কেপ মাউন্ট কাউন্টির মাকান্ডোর নামে একটি গ্রামে পৌঁছে তবলীগি প্রোগ্রামের আয়োজন করেন। যেখানে তাদেরকে জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পরিচয় এবং তাঁর আগমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়। তাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তরও দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান শেষে গ্রমের ইমাম ফোয়াদ কুমারা সাহেব বলেন, কিছুকাল পূর্বে এখানে শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ এসেছিলেন, যারা আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে এই মর্মে মিথ্যা প্রচার করেছিল যে এরাই হযরত ইমাম হাসান এবং হযরত ইমাম হোসেনে শহীদ করেছিল। গ্রামের বাসিন্দারা যেহেতু নিরক্ষর, তাই মৌলবী তাদেরকে এভাবেই ভুল বোঝায় এবং আহমদীদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে যে এরা (নাউযুবিল্লাহ্) ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসেনকে শহীদ করেছে। এভাবে তারা আমাদেরকে আহমদীদের সম্পর্কে বিষিয়ে তুলেছিল। কিন্তু আজ আপনারা জামাত আহমদীয়ার যে পরিচয় তুলে ধরেছেন সেটি শুনে আমাদের আক্ষেপ হচ্ছে আমরা তাদের কথা শুনেছি এবং নিজেরাই জামাত থেকে দূরে থেকেছি। কিন্তু আজ আমরা ঘোষণা করছি যে আমরা জামাতের সঙ্গে আছি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেই গ্রামের সমস্ত বাসিন্দা মোট ১৯৫ জন বয়আত করে আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। কাজেই মৌলবীদের অপপ্রচারেও কাজ হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদের ষড়যন্ত্রকে কিভাবে ব্যর্থ করেন, তাদের ষড়যন্ত্র তাদের বিপক্ষে করে দেন। আল্লাহ্ তা'লাই এই জৌতির বিচ্ছুরণ ঘটাচ্ছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব আমরা অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে এবিষয়ের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখি যে এই জামাত আল্লাহ্ তা'লা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আর এই জৌতিকে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং নিজ দায়িত্বে নিয়েছেন এবং তিনি তার প্রসার করছেন। বিরুদ্ধবাদীরা যতই চেষ্টা করুক, এখন কেউই এটিকে প্রতিহত করতে পারবে না। এই জামাত এখন ফুলে ও ফলে সুশোভিত হবে। ইনশাআল্লাহ॥ এটি খোদা তা'লার অমোঘ সিদ্ধান্ত যা পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যে তিনি আমাদেরকে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 23 April , 2020 Issue No.17

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে মান্য করার তৌফিক দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা আকর্ষণ করার জন্য এটিও আমাদের কাজ হবে যে একদিকে আমরা যেমন নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের দিকে মনোযোগী হব, অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লা যে এই সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন যে তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী নিজেই প্রচার করবেন, তাঁর এই সিদ্ধান্ত থেকে আশিসমণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং এর থেকে কিছু অংশ পাওয়ার জন্য আমরাও যেন নিজেদের কিছু ভূমিকা রাখি। আর সেটি এভাবে সম্ভব যখন আমরা তবলীগের প্রতি মনোযোগী হব। এর ফলে একদিকে আমরা যেন নিজেদের পরকালের জন সঞ্চয় করব, তেমনি জগতবাসীদের জন্য পথ-প্রদর্শক হব আর আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন।

দোয়ার পরে আমি জলসায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা সম্পর্কে ঘোষণা করব। আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি। রিপোর্ট অনুসারে হল্যান্ড জামাতের মোট সদস্য সংখ্যা ১৫৭৬জন, যাদের মধ্যে ৭৯৫জন পুরুষ এবং ৭৮১জন মহিলা। সামগ্রিকভাবে জলসায় উপস্থিতির সংখ্যা ৫৮৩৯জন, যার মধ্যে ৩৪৯৫জন পুরুষ এবং ২৩৪৪জন মহিলা। জামাতের বাইরের অতিথি সংখ্যা ১৩২জন। রিপোর্ট অনুসারে ১৭টি দেশের অতিথি জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন। প্রায় অর্ধেকেরও বেশি অতিথি বাইরে থেকে এসেছেন, যার কারণে জলসা বেশ আড়ম্বরপূর্ণ হয়েছে। জাযাকাল্লাহ॥ আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

****

দুইয়ের পাতার পর.....

তা'লা বলেছেন আমি ক্ষমা করে দিই। এক ব্যক্তি ছিল যে বড় পাপী ছিল, যে কিনা নিরানব্বইটি হত্যা করেছিল। প্রত্যেকে তাকে বলত, তুমি দোযখে যাবে। যে কেউ তাকে বলত যে তুমি দোযখে যাবে, তাকেই সে হত্যা করত। অবশেষে কেউ তাকে বলল যে তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যাও, সে তোমাকে জান্নাতের রাস্তা বলে দিবে। সে সেই ব্যক্তির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল, পথিমধ্যেই তার মৃত্যু হল। সেখানে জান্নাত ও দোযখ উভয়ের ফেরেশতা উপস্থিত হল। দোযখের ফেরেশতা বলল, আমরা তাকে নিয়ে যাব, কেননা সে পাপ করেছে। জান্নাতের ফিরিশতা বলল, না! এই ব্যক্তি পুণ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিল, তাই আমরা তাকে জান্নাতে নিয়ে যাব। যাইহোক অনেক তর্কবিতর্কের পর সিদ্ধান্ত হল যে দূরত্ব মাপা হোক। যদি জান্নাতের পথের সন্ধানে যে বুযুর্গের দিকে যাচ্ছিল সেখানকার দূরত্ব কম হয় তবে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যদি যেখান থেকে সে এসেছিল সেই স্থানের দূরত্ব কম হয়, তবে সে দোযখে যাবে। এটিও একটি হাদীস। যখন তারা মাপজোক করতে শুরু করল তখন পুণ্যের দিকে যাওয়ার দূরত্ব কম ছিল, সেদিকে তার পদক্ষেপ বেশি ছিল। তাই আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশাধিকার দিলেন তার সুধারণার ভিত্তিতে যে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দিবেন আর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সে চেষ্টা করেছে। কাজেই শুভ পরিণামের জন্য দোয়া করা উচিত। আর এরই ভিত্তিতে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কার দিবেন। কোনও ব্যক্তি কাউকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা একথা অবশ্যই বলেছেন যে, তোমরা আঁ হযরত (সা.)কে মান্য কর এবং তাঁর শিক্ষা মেনে চল। কুরআন শরীফে লেখা আছে যে বাহ্যিক নামায পড়া এবং নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেওয়াই যথেষ্ট নয়। কুরআন শরীফে লেখা আছে, 'ফা ওয়াইলুল্লিল মুসাল্লিন।' অর্থাৎ এই নামায ধ্বংসের কারণ হয়। এই নামাযের পরিণামে আল্লাহ্‌র শাস্তি নেমে আসে। সব কিছু মান্য করার পরেই আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশমান্যকারী বলে গণ্য হবে। কেবল কলেমা পাঠ করলেই কেউ মুসলমান হয় না। সে শিরক করে না, ভাল কথা। শিরক তো অনেক বড় অপরাধ। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন তিনি শিরকের অপরাধ ক্ষমা করবেন না। কিন্তু আসল বিষয় হল মুসলমান হয়ে এর শিক্ষার উপর অনুশীলন করাও আবশ্যক। জান্নাত ও দোযখের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ তা'লা করবেন। এই পৃথিবীতে কেউ বলতে পারে না যে কে জান্নাতে যাবে আর কে দোযখে যাবে। কাজেই সব সময় ইসতেগফার করা উচিত এবং নিজের শুভপরিণামের জন্য দোয়া করা উচিত।

এক খাদিম প্রশ্ন করেন যে, হুযুর আনোয়ার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য কি কোনও প্রস্তুতি নিয়েছেন? আমাদের কি ধরণের উপায় অবলম্বন করা উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন: তুমি কি আমার খুতবা শোন? অ-আহমদীদের উদ্দেশ্যে আমার একাধিক বক্তব্য রয়েছে যেগুলিতে আমি বলেছি যে আমরা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। এখন দুনিয়াদার এবং অনেক বড় বড় মানুষও একথা বলতে আরম্ভ করেছেন। বাকি যে উপায়ের কথা তুমি বলছ, সে প্রসঙ্গে আমি পূর্বেও বলেছি যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হলে তা পরমাণু যুদ্ধে পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই তোমরা অন্ততপক্ষে বাহ্যিক যে চিকিৎসা রয়েছে সেগুলি অবলম্বন কর। হোমিও প্যাথি ওষুধের কথাও বলেছিলাম, সেগুলি সেবন কর। দ্বিতীয় কথা হল, কিছু সময়ের জন্য, অন্তত দুই তিন মাসের জন্য, খাদ্য ও রসদ মজুত করে রাখ। জামাতে সার্কুলার পাঠানো হয়েছে যে প্রস্তুতি নিন এবং খাদ্য ও রসদ মজুত রাখুন। আমি বিগত পাঁচ ছয় বছর থেকে বলছি। বিভিন্ন সময় এর প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন, ঘুর্ণিঝড় ইত্যাদি এসে থাকে। এই সমস্ত বিষয়কে দৃষ্টি পটে রাখুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা বাহ্যিকভাবে এতটুকুই করতে পারি, বাকি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া কর যে তিনি যেন রক্ষা করেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছিলেন, যুদ্ধও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ। পূর্বেও বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। তোমরা পুণ্যবান হও। পুণ্য করলে তবেই সেই আগুন থেকে তোমরা রক্ষা পাবে। আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে তবেই তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। যদি কিছু হয়েও থাকে, তবে তিনি পরকালে তোমাদের প্রতি উত্তম আচরণ করবেন। যুদ্ধ শুরু হলে এর একটি প্রাকৃতিক প্রভাব প্রকাশ পাবেই । কিন্তু তা থেকে রক্ষা পেতে আমরা যে বাহ্যিক চেষ্টা করতে পারি তা করা উচিত। তেজস্ক্রিয়তা থেকে রক্ষা পেতে ওষুধ রয়েছে। ক্ষুধা থেকে বাঁচতে খাদ্য ও রসদ ইত্যাদি রয়েছে। বাকি আল্লাহকে ভালবাস, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কর। এটিই সব থেকে বড় উপায়।

একজন খাদিম প্রশ্ন করেন যে আমাদের মুসলমান দেশগুলিতে, বিশেষ করে যেগুলি উন্নয়নশীল দেশ রয়েছে, সেখানে বিস্ফোরণের ফলে অনেক ছেলে অনাথ হয়ে যায়। ইউরোপে এমন ছেলেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে। কিন্তু সেখানে এমনটি হয় না। তাদের অসৎ সমাজে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ফলে তারা অপরাধমূলক কাজেও লিপ্ত হয়। এরপর সাধারণত মনে করা হয় যে তার আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে শাস্তিও পাবে, জাহান্নামে যাবে, যদিও এতে তাদের কোনও দোষ নেই। তারা তো নিরপরাধ। (ক্রমশ....)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

যুগ খলীফার বাণী

"দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমানিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir